হুসাইন (রাযি আল্লাহু আনহু)-এর মূল হত্যাকারী কে?

মূল : ইবরাহীম আলী শুউত্ব
অধ্যাপক, আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, মিশর

অনুবাদ : জহুরুল হক জায়েদ

০১১৯৮১৮০৬১৫
জায়েদ লাইব্রেরী, ঢাকা

হুসাইন (রযিআল্লহু আনহু)
এর
মূল হত্যাকারী কে?

মূল ঃ
ইবরাহীম আলী শুউত্ব
অধ্যাপক, আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, মিশর

অনুবাদ ঃ
মুহাম্মদ জহুরুল হক জায়েদ

প্রকাশনায়ঃ
জায়েদ লাইব্রেরী
৫৯, শিক্কাটুলী লেন, নাজির বাজার ঢাকা।
মোবাইল ঃ ০১১৯৮১৮০৬১৫

http://islaminonesite.wordpress.com

ইসলাম ও শী'আ মতবাদ ঃ একটি পর্যালোচনা

এবং ইমাম হুসাইনের মূল হত্যাকারী কে?

মূল ঃ ইবরাহীম আলী শুউত্ব

অনুবাদ ঃ জহুরুল হক্ব জায়েদ

প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর-২০১০

কম্পোজ ঃ আবু আমিনাহ

অনুবাদক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

আফতাব প্রিন্টিং প্রেস

[illegible], মুগদাপুর, ঢাকা

হাদীয়া ঃ ২৪/= (চব্বিশ টাকা মাত্র)

http://islaminonesite.wordpress.com

ভূমিকা :

إن الحمد لله والصلواة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والى - أما بعد :

সমস্ত প্রশংসা, গুণগান, স্তুতি একমাত্র রাব্বুল আলামীনের জন্য, দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি, তার পরিবার-পরিজন, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন, আয়েম্মায়ে মুজতাহিদীন, সালফে সালেহীন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত যারা তার সুন্নাতের ধারক ও বাহক সকলের প্রতি।

শী'আ ও সুন্নী। ইসলামী বিশ্বে প্রথম রাজনৈতিক বিভাজন। যার সূত্রপাত ইসলামের দ্বীতিয় খলীফা উমার ইবনুল খাত্তাব (রযিআল্লহু আনহু) এর ইরান বিজয়ের পরবর্তীকালে ইরানী রাজকীয় পরিবারের সদস্যদের দাস-দাসী হিসাবে মুসলমানদের মধ্যে বন্টনকৃত ইস্যুতে। আলী (রযিআল্লহু আনহু) তাদের সম্মানের কারণে তিনি তাদের দাস-দাসী হিসেবে ব্যবহার না করে বরং তিনি তাদের আযাদ করে দেন। এর ফলে এ সমস্ত ব্যক্তিবর্গ আলী (রযিআল্লহু আনহু) এর প্রতি আলাদা সম্মান ও ভক্তি পোষণ করতো এবং অন্যান্য সাহাবীদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করতো। এর অন্যতম পরিণতি উমার (রযিআল্লহু আনহু) এর শাহাদাত বরণ। যা মুগীরা ইবনে শোবার গোলাম আবু লুলু নামক নিকৃষ্ট ইরানী অগ্নিপুজারীর মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছিল।

উসমান (রযিআল্লহু আনহু) এর রাজত্বকালে মুসলিমবেশী আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা মদীনাতে আলী (রযিআল্লহু আনহু) এর মর্যাদা ও সম্মানের ক্ষেত্রে নানা অসংলগ্ন কথাবার্তা প্রচার করতে শুরু করে। মুসলিম সমাজে বিভক্তি সৃষ্টি করাই এর মুল উদ্দেশ্য। কিন্তু আলী (রযিআল্লহু আনহু) তাকে ডেকে এনে কড়া ভাষায় ধমক দেয়ায় সে মদীনা দুরবর্তী শহর কুফায় চলে যায় এবং ইরান, ইরাকে সে তার দাওয়াত পুরোদমে করতে থাকে যেখানে

http://islaminonesite.wordpress.com

আলী (রযিআল্লহু আনহু) এর ভক্ত ও সম্মান করার বহু লোক বিদ্যমান। ইরান ও মিশর থেকে এ ধরণের মুসলিম বেশী কিছু লোক মদীনায় অবস্থান করে উছমান (রযিআল্লহু আনহু) এর বাসবভন ঘেরাও করে রেখেছিল, খলীফাকে মসজিদে যেতে বাঁধা দিচ্ছিল। উছমান (রযিআল্লহু আনহু) এর নিকট বারংবার এদের বিরুদ্ধে অনুমতি প্রার্থনা করা সত্ত্বেও তিনি তাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণে আপত্তি জানান। বরং তিনি বলতে বাধ্য হন। আপনারা যদি আমাকে উত্যক্ত করতে থাকেন তবে আমি তাদের জন্য আমার দরজা খুলে দেব। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে আছি। নিশ্চয় আল্লাহ উত্তম বিচার করবেন।

উছমান (রযিআল্লহু আনহু) এদের হাতে শহীদ হলেন, এরপর আলী, ও সর্বশেষ হাসান ও হুসাইন রাজিআল্লাহু আনহুম।

মুসলমানদের মধ্যে চরম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে মুসলিম জাতিকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলা হলো। কিন্তু তারপরও ইসলাম নিজস্ব অবয়বে ও ধারায় চলতে থাকে যদিও তার ধারা অত্যন্ত ক্ষীণ ও মন্থর। কিন্তু সত্য চির ভাস্বর। চির উজ্জ্বল। যা আমরা দেখতে পাই আল-কামিল, ইমাম কুরতুবী প্রমুখ ঐতিহাসিকবৃন্দের লেখায়।

আমাদের দেশেও বহু শী'আ বহুদিন যাবত বসবাস করছে। তাদের সাথে আমাদের অবাধ মেলামেশা আমাদের আক্বীদা-বিশ্বাসের সাথে তাদের বিশ্বাস যে কতটুকু পার্থক্য তা তারা প্রকাশ না করে বরং তাদের বিভিন্ন বই-পুস্তক দিয়ে আমাদের যুব সমাজকে বিভ্রান্ত করছে। আর কিছু পেটপুজারী আলেম নিয়ে তাদেরকে মুসলমান বলে শী'আ সুন্নী কোন বিভেদ নাই বলে প্রচার চালাচ্ছে। কিন্তু সত্য এই যে, পুর্ব যেমন পশ্চিমের সাথে মিলতে পারে না, আকাশ যেমন জমীনকে স্পর্শ করতে পারে না, সুর্য যেমন চন্দ্রকে অতিক্রম করতে পারে না। তেমনি শী'আ ও সুন্নী কখনও এক হতে পারে না। কারণ ইসলাম শুধু মাত্র বাহ্যিক রীতিনীতি মানা কোন ধর্ম নয়। বরং ইসলাম প্রথমেই আন্তরিক ঈমানের নাম। যে কারণে প্রথমে ঈমান আনতে হয় তার পর সলাত আদায় করতে হয়।

http://islaminonesite.wordpress.com

কোন ব্যক্তি বাহ্যিক আচরণে যতই ইসলামী হোক না কেন আন্তরিক ক্ষেত্রে যখন ইসলামী না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা যদিও তাকে মুসলিম বলে মনে করি কিন্তু আল্লাহর দরবারে সে কখনও মুসলিম বলে গৃহীত হবে না। যদি হতো তবে আল্লাহর উপর ঈমান থাকা সত্ত্বেও বাহ্যিক কুফরী আচরণের কারণে মক্কার কাফেরদের কাফের বলা হতো না।

যদি আমরা ইরানী মহিলাদের দিকে তাকাই তাহলে তাদের বাহ্যিক আচরণে ও পুরুষদের ইসলামী জযবার সংবাদ শুনে মনে করতে পারি যে, একমাত্র ইরানীদের মধ্যেই প্রকৃত ইসলামী জযবা রয়েছে। কিন্তু তাদের মহিলাদের জন্য কি বিভৎস রীতি সমাজে প্রচলিত রয়েছে তা কিন্তু আমরা জানি না। আর পুরুষদের মধ্যেও এই বিভৎস রীতি বাস্তবায়নে কি প্রকারের হুড়োহুড়ি তাও আমরা জানি না। এমন একটি বিভৎস রীতি হচ্ছে মুতআ বিবাহ। যার বিস্তারিত আলোচনা মূল বইয়ে পাবেন। শুধু মাত্র একটি কথাই এখানে উদ্বৃত করছি।

যে ব্যক্তি একবার মুতআ বিবাহ করলো, সে হাসানের মর্তবা লাভ করলো, আর যে ব্যক্তি দু'বার করল, সে হুসাইনের মর্তবা লাভ করলো, আর যে তিনবার করল সে আলীর আর যে ব্যক্তি চার বার করল সে মুহাম্মাদের মর্তবা লাভ করলো।

যে মুত'আ বিবাহ রাসুলুল্লাহ (সা.) (সল্লাল্লহু আলাইহি ওযা সাল্লাম) এর জীবদ্দশায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো তা আজও বহাল তবিয়তে ইরানের বড় বড় শহরে এবং শী'আদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

প্রত্যেক মুসলিম মাত্রই স্বীকার করবেন সবচেয়ে পবিত্র স্থান হচ্ছে কা'বা। তা প্রত্যেক মুসলিমের ক্বিবলা যেখানে মুখ করে সে তার সলাত আদায় করে থাকে। কিন্তু যদি কোন গোত্র বা জাতি নিজেদের মুসলিম দাবী করে আর বলে যে, কা'বার চেয়ে কারবালা উত্তম তাহলে তাদের কি বলবেন?

অথবা প্রত্যেক মুসলিম পবিত্র কুরআনকে আল্লাহর পক্ষ হতে সংরক্ষিত তিনি এর হেফাযত কারী এবং এতে কোন ধরণের সংযোজন বা বিয়োজন

http://islaminonesite.wordpress.com

করা হয়নি বলেই স্বীকার করবেন। কিন্তু যদি কেউ বলে এ কুরআন আসল কুরআন নয়, বরং যে কুরআন ছিল তা আবু বকর, উমর, উছমান ধ্বংস করে দিয়েছে এবং অন্যান্য সাহাবী তাদের এ কাজকে সমর্থন করার কারণে তারা সকলেই কাফের। তাহলে এ ধরণের বক্তব্য যারা বিশ্বাস করে ও প্রচার করে তাদের ব্যাপারে আপনি কি বলবেন?

অথবা যদি বলে আসলে কুরআন সত্তর হাজার আয়াত বিশিষ্ট ছিল। আলী, হাসান, হুসাইন ও ফাতেমা সম্পর্কে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের সন্তানদের মধ্যে ইমাম কারা হবেন তাদের সম্পর্কে আয়াত ছিল। কিন্তু আবু বকর, উমর, উছমান সেগুলি ধ্বংস করে দিয়েছে। আর বর্তমানে কুরআনে মাত্র ছয় হাজার দুইশত উনত্রিশটি আয়াত রয়েছে।

তাহলে এদের সম্পর্কে আপনি কি বলবেন?

আপনি কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আল্লাহর ফয়সালা শুনুন।

হে নবী, তুমি বলো, কে সে ব্যক্তি যে জিবরাঈলের শত্রু হতে পারে? অথচ সে তো আল্লাহর আদেশে (আল্লাহর) বাণীসমূহ তোমার অন্তকরণে নাযিল করে দেয়, (তাও এমন এক বাণী) যা তাদের কাছে মজুদ বিষয়সমূহের সত্যতা স্বীকার করে, সর্বোপরি এ হচ্ছে মোমেনদের জন্য সুসংবাদ (বাহী গ্রন্থ) যারা আল্লাহর শত্রু, শত্রু তাঁর (বাণীবাহক) ফেরেশতাদের ও নবী রাসূলগণের – (শত্রু) জিবরাঈলের ও মীকাঈলের (আসলে) স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন কাফেরদের (বড়ো) শত্রু।

– সূরা বাক্বারাহ - ৯৭-৯৮

অতএব, হে মুসলিম ভাইবন্ধুগণ! আক্বীদার দিকে লক্ষ্য করে আপনি আপনার বন্ধু নির্বাচন করুন। যে বন্ধুত্ব কেয়ামতের দিন পর্যন্ত আপনাকে আল্লাহর রহমত প্রাপ্তিতে সহযোগীতা করবে। আল্লাহ আমাদের হক্ব পথ দেখান এবং সে পথে চলার তৌফিক দান করুন এবং মিথ্যাপথ ও দেখান এবং তা থেকে দূরে থাকার তৌফিক দান করুন। আমীন।

—লেখক

মুহাম্মাদ জহুরুল হক্ব জায়েদ

নভেম্বর - ২০১০

http://islaminonesite.wordpress.com

ইসলাম ও শীয়া মতবাদ – একটি পর্যালোচনা :

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীনরূপে পছন্দ করলাম"। —সূরা মায়েদাহ- ৩।

"ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত দ্বীন, যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য দ্বীন অন্বেষণ করে, কখনো তা তার নিকট হতে গ্রহণ করা হবে না"। —সূরা আলে ইমরান-১৯।

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক যেভাবে ভয় করা উচিৎ এবং মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না"। (সূরা আলে ইমরান-১০২)

উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা এটাই বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র মনোনীত দ্বীন হচ্ছে ইসলাম এবং তার অনুসারীগণ হচ্ছেন মুসলমান। আল্লাহর সন্তুষ্টি বা নাজাত পাওয়ার জন্য অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে মুসলমান হওয়া। ইসলাম এক ও অবিভাজ্য। ইসলামের স্বর্ণযুগে উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার সকলে মুসলমান নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত মুসলমানদের নির্ভেজাল ইসলাম পেতে হলে দল-উপদেলের ফিৎনার মুলোৎপাটন করতে হবে। এক ও অবিভাজ্য ইসলাম কায়েম করতে হলে আমাদেরকে আমাদের জীবনের সার্বিকক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূলের প্রদর্শিত একমাত্র নাজাতের পথ "কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাত"কে আকঁড়ে ধরতে হবে। ইসলামী স্বর্ণযুগের চার খলিফাও এই মূলনীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। দল-উপদলের অবসান ঘটিয়ে ঐ একটি মাত্র পথেই কেবল আমরা নির্ভেজাল ইসলাম পেতে পারি। আর তবেই আমরা এক ও অবিভাজ্য ইসলাম বা মুসলমান জাতি প্রতিষ্ঠা করতে তথা এর সুফল লাভ করতে পারবো।

বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বক্ষমান সংক্ষিপ্ত বইয়ে আমরা আলোচনা করবো দল-উপদলের ফিৎনায় দ্বীন ইসলামে শী'আ মতবাদের স্থান কোথায়?

http://islaminonesite.wordpress.com

১। তাওহীদের ক্ষেত্রেঃ-

তাওহীদ দ্বীন ইসলামের সর্বপ্রথম এবং প্রধান স্তম্ভ। সকল মূলনীতির মূল এবং আমলের ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) (সল্লাল্লহু আলাইহি ওযা সাল্লাম) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে আন্তরিকভাবে এ কথা ঘোষণা করবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিবেন"। - বুখারী-মুসলিম

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রযিআল্লহু আনহু) বলেনঃ আল্লাহর রাসূল (সা.) (সল্লাল্লহু আলাইহি ওযা সাল্লাম) বলেছেনঃ "ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত- এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, হজ্জ পালন করা এবং রামাযানের রোযা পালন করা"। -বুখারী

শী'আদের আকীদাঃ-

"যুরারা ইমাম বাকের (আঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ - পাঁচটি স্তম্ভের উপরে ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত। সালাত, যাকাত, হজ্জ, যাকাত এবং ইমামাত। (অর্থাৎ ইমামতের আকীদা মানা) এগুলোর মধ্যে ইমামত স্তম্ভটি যেরূপ গুরুত্ব সহকারে ঘোষিত হয়েছে, তেমন অন্য কোনটি হয়নি।

-উছুলে কাফী-৩৬৮পৃঃ ইরানী ইনকেলাব ও ইমাম খোমেনী পৃঃ১২২।

যুরারা বলেন, আমি ইমাম বাকেরের এই কথা শুনে জিজ্ঞেস করলাম, এর মধ্যে কোনটি উত্তম? তিনি বললেন ইমামত উত্তম। (প্রাগুক্ত) ইমাম জাফর বলেনঃ ইসলামের তিনটি খুঁটি রয়েছে- নামায, যাকাত ও ইমামত। এদের মধ্যে একটিও অপরটি ছাড়া শুদ্ধ হয় না। -প্রাগুক্ত।

ইমামত অর্থঃ আলী (রাঃ)কে ইমাম হিসেবে মানা। এবং তার পক্ষ থেকে মনোনীত বার জন ইমামকেও তার সমান মর্যাদা দেয়া।

২। রিসালাত ঃ-

মহান আল্লাহর বাণী- "মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল"। - সূরা ফাতহ-২৯।

http://islaminonesite.wordpress.com

"মুহাম্মাদ তোমাদের কারো পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী"। — সূরা আহযাব-৪০।

মহানবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ "আমিই শেষ নবী, আমার পরে কোন নবী নেই"।

— বোখারী।

শী'আদের আকীদা ঃ-

মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি ইমাম জাফরকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আল্লাহ হযরত আলী (রযিআল্লাহু আনহু) ইমামতের উপর সকল নবী রাসূলদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন এবং নবী রাসূলদের কাছ থেকে আলীর ইমামত গ্রহণ করেছেন।

— বাসায়েরুদ দারাজাত ২/৯ম অধ্যায় ইরানে মুদ্রিত।

আলকামী আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম জাফর) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন "আল্লাহ আদম সন্তানের মধ্য হতে এমন কোন নবী প্রেরণ করেন নাই যিনি পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করে আলীকে সাহায্য করবেন না।

—আলকামীর তাফসীর ১/১০৬পৃঃ ইরানে মুদ্রিত।

আল্লামা ত্বানত্বাভী জাওহারী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে আহরাম পত্রিকার বরাতে বলেছেন, যে হিম্‌স (সিরিয়ার একটি শহর) এলাকার শী'আরা বলে থাকেন "লা ইলাহা ইল্লা আলী"। —২৮শে মে ১৯২৫ইং আহরাম পত্রিকা ২/১১৩৯২ পৃঃ।

"নবী ইউনুস (আলাহিস সালাম) আলীর ইমামতকে অস্বীকার করায় আল্লাহ তাকে মাছের পেটে আটক রাখলেন, অতঃপর তিনি বাধ্য হয়ে ইমামতকে স্বীকার করে নিলেন"। — আলকাফী ২/২০ পৃঃ ইরানে মুদ্রিত।

ইমাম জাফর সাদেক বলেন ঃ "আমাদের ইমামত ও কর্তৃত্ব হুবহু আল্লাহর ইমামত ও কর্তৃত্ব। প্রত্যেক নবী এর আদেশ নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন"। — ইরানী ইনকেলাব ও ইমাম খোমেনী পৃঃ১২২।

উল্লেখ্য সিরিয়ার আলাভী বংশের লোকজন এই আকীদার অনুসারী এবং বর্তমান সিরিয়ার শাসক শ্রেণী। তাদের নাম যতই ইসলামী হোক এমনকি পূর্বতন রাষ্ট্রপতি হাফেয আল-আসাদ একজন কট্টরপন্থী আলাভী শী'আ

http://islaminonesite.wordpress.com

ছিলেন। তার শাসনামলে সিরিয়াতে লক্ষ লক্ষ সুন্নী মাযহাবধারী হত্যা করা হয়েছে। হত্যা করা হয়েছে অসংখ্য সুন্নী আলেমকে। এখনও এ নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে। এমনকি তারা বিশ্বাস করে যে, "আলী ফিল গামাম" অর্থ আলী (রাঃ) মেঘের মধ্যে রয়েছেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবী হওয়াকে যেমন অস্বীকার করে তেমনি হযরত আলী(রাঃ)-কে তাদের নবী বলে বিশ্বাস করে। অথচ হযরত আলী (রাঃ) তা অস্বীকার করেছেন এবং যারা এরূপ বিশ্বাস করতো তাদের থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন।

৩। ওহী প্রাপ্তির দাবীঃ-

"আমি আপনার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি যেমন নূহ এবং তাঁর পরবর্তী নবীগণের নিকট ওহী প্রেরণ করেছিলাম"। (সূরা নিসা-১৬৩)

শী'আদের আকীদাঃ-

বাসায়েরুদ দারাজাতের গ্রন্থকার আবু হামযা বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমি আবু আব্দুল্লাহকে (ইমাম জাফর)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমাদের মাঝে এমন ব্যক্তিও আছেন যাকে কানে কানে অনেক কিছু বলে দেয়া হয়, আবার আমাদের মাঝে এমনও ব্যক্তিও রয়েছেন যিনি বাসনের উপর নিক্ষিপ্ত শিকলের শব্দের মত শব্দ শুনতে পান এবং আমাদের মাঝে এমনও ব্যক্তি আছেন যার নিকট জিবরাঈল ও মিকাঈল (আঃ) থেকেও বড় আকৃতি সম্পন্ন ঐশী দূতের আগমণ ঘটে। -বাসায়েরুদ দারাজাত-৫/৭ম অধ্যায় ইরানে মুদ্রিত।

ইমামীয়াদের (শী'আদের একটি দল) একদল দাবী করে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর নিকট ওহী করা হতো। আর সেই ওহীর সমষ্টির নাম হচ্ছে মুসহাফে ফাতিমা (তোহফা ইছনা আশারীআ) নবী ব্যতীত অন্য ব্যক্তির ওহী প্রাপ্তির দাবীর মধ্যে দিয়ে শী'আরা একদিকে যেমন রাসূলদের নিকট প্রেরিত ওহীকে মিথ্যা প্রমাণিত করে তেমনি আল্লাহ ও তার রাসূলের কথাকে অস্বীকার করে অন্য ব্যক্তির জন্য নবুওতের দাবীকে পাকাপোক্ত করে।

http://islaminonesite.wordpress.com

৪ । কুরআন প্রসঙ্গঃ-

"ইহা সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই"। — সূরা বাকারা-২।

"এটা অবশ্যই এক মহিমাময় গ্রন্থ ও কোন মিথ্যা তাতে অনুপ্রবেশ করবেনা, অগ্র-পশ্চাৎ কোন দিক থেকেই নয়"। — সূরা হা-মীম সিজদাহ ৪১-৪২।

"আমিই কুরআন নজিল করেছি, এবং আমিই এর সংরক্ষক"। —সূরা হিজর-৯।

"এর একত্রীকরণ ও পাঠ করার দায়িত্ব আমারই। —সূরা আল কিয়ামাহ- ১৭।

শী'আদের আকীদা ঃ

হিশাম ইবনে সালেম আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম জাফর) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হযরত জিবরাইল (আঃ) যে কুরআন নিয়ে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর নিকট এসেছিলেন তাতে সত্তর হাজার আয়াত ছিলো। - আলকাফী ২/৬৩৪পৃঃ।

আল্লামা কযভিনী বলেনঃ ইমাম জাফর সাদেকের উক্তির অর্থ এটাই যে, জিবরাইলের আনীত কোরআন থেকে অনেক অংশ বাদ দেয়া হয়েছে এবং তা কোরআনের বর্তমান প্রসিদ্ধ কপিসমূহে নেই।

- ইরানী ইনকেলাব ও ইমাম খোমেনী ১২৬পৃঃ।

আবু বাসারী বলেন, আমি আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম জাফর) এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বলেন, নিশ্চয় আমাদের কাছে মুসহাফে ফাতিমা আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম সেটা আবার কি? তিনি উত্তরে বললেন, উহা এমন এক মাসহাফ যা তোমাদের কোরআনের তিন গুণ। তবে আল্লাহর কসম! এতে তোমাদের কোরআনের একটি অক্ষরও নেই। - আলকাফী ১/ ২৩৯,৪১পৃঃ ইরানে মুদ্রিত।

বরং তারা বিশ্বাস করে যে, আসল কোরআন তাই, যা হযরত আলী (রাঃ) সংকলন করেছিলেন। সেটা অর্ন্তনিহিত ইমামের নিকট আছে এবং বর্তমান কোরআন থেকে ভিন্নতর ছিল। সেটা হযরত আলী(রাঃ)র কাছেই ছিল এবং তাঁর পরে তাঁর সন্তানদের মধ্যে হতে ইমামগণের নিকট ছিল। এখন সেটা অর্ন্তনিহিত ইমামের নিকট রয়েছে। তিনি যখন আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন সেই কোরআনও প্রকাশ করবেন। এর আগে কেউ সেটা দেখতে পাবে না। ইমাম বাকের বলেনঃ যে ব্যক্তি দাবী করে যে, তার কাছে পূর্ণ কোরআন রয়েছে যেভাবে তা নাজিল হয়েছিল সে মিথ্যাবাদী। আল্লাহ

http://islaminonesite.wordpress.com

তায়ালার নাজিল করা অনুযায়ী কোরআন কেবল আলী ইবনে আবী তালেবই এবং তাঁর পরে ইমামগণ সংকলন করছেন এবং সংরক্ষণ করেছেন।

ইমাম জাফর সাদেক বলেনঃ যখন ইমাম মাহদী আত্মপ্রকাশ করবেন তখন তিনি কোরআনকে আসল ও বিশুদ্ধরূপে পাঠ করবেন। তিনি কোরআনের সেই কপি বের করবেন, যা আলী (রাঃ) সংকলন করেছিলেন। ইমাম জাফর আরো বলেনঃ যখন আলী (রা) সেই কোরআন লিখে সমাপ্ত করেন, তখন লোকদেরকে (আবু বকর ও উমার প্রমূখকে) বললেনঃ এটা আল্লাহর কিতাব, ঠিক তেমনটি, যেমনটি আল্লাহ মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি নাযিল করেছিলেন। আমি এটি লওহায়ন থেকে সংকলন করেছি। তখন তারা বললঃ আমাদের কাছে পূর্ণাঙ্গ মুছহাফ বিদ্যমান আছে। এতে পূর্ণ কোরআন রয়েছে। তোমার সংকলিত এ কোরআনের প্রয়োজন আমাদের নেই। আলী(রাঃ) বললেনঃ আল্লাহর কসম, আজিকার দিনের পর তোমরা কখনও একে দেখতেও পারবে না।

-ইরানী ইনকেলাব ওইমান খোমেনীপৃঃ১২৮।

বরং তারা বলে যে, কোরআন তাওরাত ও ইঞ্জিলের ন্যায় পরিবর্তন হয়েছে। চতুর্থ বিষয় সেইসব বিশেষ রেওয়াতেয়তের উল্লেখ, যেগুলো পরিস্কারভাবে অথবা ইঙ্গিতে এ কথা বুঝায় যে, পরিবর্তিত হওয়ার ব্যাপারে কোরআন তাওরাত ও ইঞ্জিলের মতই। আরও বুঝায় যে, যে সকল মুনাফিক উম্মতের উপর প্রবল হয়ে তাদের শাসক হয়ে যায় (আবু বকর,উমার,ওসমান প্রমুখ) তারা কোরআনে পরিবর্তন সাধনের ব্যাপারে সেই পথেই অগ্রসর হয়, যে পথে অগ্রসর হয়ে বনী ইসরাইল তাওরাত ও ইঞ্জিলে পরিবর্তন করেছিল। এটা আমাদের দাবীর পক্ষে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ। -ইরানী ইনকেলাব ও ইমাম খোমেনী পৃঃ১৩০।

খৃষ্টান পাদ্রীদের আনন্দঃ-

"১২৯২ হিজরীতে শী'আদের অন্যতম আলেম হুসাইন বিন মুহাম্মাদ তাকীনুরী তিবরীযি, "রাজাধিরাজ প্রভূর কুরআন বিকৃতি প্রমাণের চূড়ান্ত কথা" নামক বইটি প্রকাশ করলে ইসলামের চিরশত্রু খৃষ্টান পাদ্রীরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে বহুল প্রচারে মাতোয়ারা হয়ে উঠে"। — আহসানুল ওয়াদিয়া -৯০পৃঃ।

http://islaminonesite.wordpress.com

৫। আল-বাদা মাসআলাঃ-

আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা এবং ইহুদী জাতি যে সব চিন্তা-ধারার প্রচলন ঘটিয়েছিলেন তার মধ্যে ছিল আল্লাহর আল-বাদা সাধিত হওয়া। শী'আ সম্প্রদায়ও এ মতের অনুসারী। যেমন রাইয়্যান ইবনে সামেত হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন মূসআব রেযা (তাদের ৮ম ইমাম) বলতেন ঃ " মদের নিষিদ্ধতা এবং আল্লাহর জন্য আল-বাদা স্বীকার করা ব্যতীত আল্লাহ কখনও কোন নবী প্রেরণ করেন নাই। – আল-কাফী ১/১৪৮পৃঃ ইরানে মুদ্রিত।

আল-বাদা অর্থ কি?

আল-বাদা অর্থ অজ্ঞানতা ও ভ্রান্তি। (নাউযুবিল্লাহ) মহান আল্লাহ ভ্রান্তি ও অজ্ঞনতার দোষে দুষ্ট। এ দাবী কোন মুসলমান করতে পারে কি? অথচ মহান আল্লাহ বলেনঃ "তিনি (আল্লাহ) জ্ঞানে সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন"। – সূরা তালাক-১২।

অন্যত্র আল্লাহর বাণী মুসা (আঃ)-এর জবানে এরুপ ব্যক্ত হয়েছে ঃ "আমার প্রতিপালক ভুল করেন না এবং বিস্মৃতও হন না"। – সূরা ত্বহা- ৫২।

৬। তাক্বদীর ও গায়েব সম্পর্কে ঃ

"আর যদি আমি গায়েবের কথা জানতে পারতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করতে পারতাম। ফলে আমার কোন অমঙ্গল কখনও হতে পারত না"। – সূরা আ'রাফ-১৮৮।

"আপনি বলুন! আল্লাহ ব্যতীত আকাশ মন্ডলে ও পৃথিবীতে কেউ অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না"। – সূরা আনফাল-৬৫।

"কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছেই রয়েছে..... কেউ জানেনা যে আগামীকাল সে কি অর্জন করবে, এবং কেউ জানেনা কোথায় তার মৃত্যু হবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ সব বিষয়ে অবহিত"। –সূরা লোকমান- ৩১-৩২।

শী'আদের আকীদাঃ-

কুলাইনী আব্দুল্লাহ ইবনে জুনদুব হতে বর্ণনা করেন যে, তার নিকট তাদের অষ্টম ইমাম আলী ইবনে মুসা লিখেছেনঃ "অতঃপর আমরা আল্লাহর

http://islaminonesite.wordpress.com

জমীনে তাঁর বিশ্বস্ত বান্দা, আমাদের কাছে বালা মুসীবত, মৃত্যু, আরবের বংশ পরিচয় এবং ইসলামের জন্মভূমির জ্ঞান রয়েছে। আমরা যখন কোন ব্যক্তিকে দেখি তখন সে প্রকৃত মুমিন না মুনাফিক তা জানতে পারি।

– আলকাফী ১/২২৩পৃঃ ইরানে মুদ্রিত।

কুলাইনী ইউসুফ তাম্মার হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা আমরা শী'আদের একটি দল আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম জাফর) এর সাথে "হিজর" নামক স্থানে অবস্থান করছিলাম। তিনি বললেনঃ "আমি নিশ্চিতরূপে জানি যা আসমান জমীনে আছে, আমি জানি যা জান্নাত ও জাহান্নামে আছে, এবং যা ঘটছে এবং যা ঘটবে। –আলকাফী ১/২৬১পৃঃ ইরানে মুদ্রিত।

৭। সার্বভৌমত্ব ও আধিপত্য, রিযিক্ব সংক্রান্তঃ–

"বলুন, হে আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী, তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর, এবং যার নিকট হতে রাজত্ব ছিনিয়ে নাও, এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর এবং যাকে ইচ্ছা অপমান কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয় তুমিই সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশালী"।–সূরা আলে ইমরান- ২৬।

শী'আদের আকীদাঃ–

আবু আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহকাল ও পরকাল সবকিছুই ইমামদের আধিপত্যাধীন। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তা ব্যবহার করতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা প্রদান করতে পারেন। – আলকাফী ১/৪০৯পৃঃ ইরানে মুদ্রিত।

এই আকীদাই আমরা বিশেষভাবে দেখতে পাই শী'আ ধর্মীয় ইসমাঈলীদের মাঝে। যাদের নেতা প্রিন্স আগা খান। তাদের বিবাহ থেকে শুরু করে সব বিষয়ে তাদের নেতার আদেশ শিরোধার্য। এমনকি বছরে কোন কোন মেয়ের বিবাহ হবে তাও তিনি অদ্ভুত এক নিয়মে সাব্যস্ত করেন। বছরে একটি দিনে সমস্ত যুবতী মেয়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হবে। তারপর তাদের ইমাম যখন আগমণ করবে। তখন তারা সেজদারত অবস্থায় তাদের চুলগুলিকে সামনের দিকে তাদের ইমামের পথে বিছিয়ে দিবে। তিনি যে সব মেয়ের চুলে পা রাখবেন তাদের সে বছর বিবাহ হবে। আর যে মেয়ের চুলে পা রাখবেন না তার সে বছর বিবাহ হবে না। কি অদ্ভুদ?!

http://islaminonesite.wordpress.com

৮। হালাল হারাম প্রসঙ্গেঃ-

পবিত্র ইসলাম ধর্মে হালাল-হারাম বৈধ-অবৈধ করার মালিক একমাত্র সকল বস্তুর মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে এবং রসুলুল্লহ (সল্লাল্লহু আলাইহি ওযা সাল্লাম) তার ছহীহ হাদীছে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ড. ইউসুফ আল-কারযাভী এবং মাওলানা আব্দুর রহীম সাহেবদ্বয়ের গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন যার কারণে এখানে সে বিষয়ে আলোচনা করা হতে বিরত থাকলাম।

শী'আদের আকীদাঃ-

শী'আরা তাদের ইমামদের মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে, অতঃপর ইমামগণ তাদের ইচ্ছানুযায়ী হালাল ও হারাম ঘোষণা করেন। যেমনঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আবু ইয়াফূর বলেন আমি আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম জাফর) কে বললাম, আল্লাহর কসম! আপনি যদি একটি আনার দ্বিখন্ডিত করে বলেন, এটা হারাম এবং এটা হালাল। তবে আমি কসম করে বলব, আপনি যেটা হালাল বলেছেন সেটা হালাল, এবং যেটা হারাম বলেছেন সেটা হারাম। ইমাম আবু আব্দুল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ হউন।

— রিজালুল কাশী- ২১৫ পৃঃ ইরাকে মুদ্রিত।

৯। কা'বা হতে কারবালা উত্তমঃ-

"নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে তা কা'বা গৃহ যা মক্কায় অবস্থিত এবং সমগ্র বিশ্বের মানবজাতির জন্য হেদায়াতস্বরুপ ও বরকত ময়"। (সুরা আলে ইমরান- ৯৬)

শী'আদের আকীদাঃ-

যেসব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী দ্বারা আল্লাহ কারবালাকে বৈশিষ্টমন্ডিত করেছেন। তাতে কারবালা কা'বায়ে মুয়াযযামাহ হতে উত্তম ও সুউচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। — হাক্কুল ইয়াক্বীন-১৪৫পৃঃ।

ইমাম জাফর তার মুরিদ মুফাসসালকে ধর্মতত্ত্ব বলতে যেয়ে এরশাদ করেনঃ বাস্তব ঘটনা এই যে, ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশ একে অপরের উপর গর্ব

http://islaminonesite.wordpress.com

ও শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করল। তখন কা'বা মোয়াযযামা কারবালায়ে মুয়াল্লার মোকাবিলায় শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করল। আল্লাহ্ তাআলা কা'বাকে ওহী পাঠালেন যে, চুপ থাক এবং কারবালার মোকাবেলায় গৌরব ও প্রাধান্য দাবী করো না। এরপর রেওয়ায়েতে আল্লাহ্ তাআলা কারবালার এমন বৈশিষ্ট্য ও ফযিলত বর্ণনা করলেন, যার কারণে তার মর্তবা কা'বা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হল। - ইরানী ইনকেলাব ও ইমাম খোমেনী পৃঃ১৩৯।

১০। গুপ্ত জ্ঞান প্রসঙ্গে.

"তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। স্থলে ও জলে যা আছে, তিনিই জানেন। কোন পাতা ঝরে না; কিন্তু তিনি তা জানেন। কোন শস্যকণা মৃত্তিকার অন্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং কোন আর্দ্র ও শুষ্ক দ্রব্য পতিত হয় না; কিন্তু তা সব প্রকাশ্য গ্রন্থে রয়েছে"। —সূরা আনআম-৫৯।

"তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী । পরন্তু তিনি অদৃশ্য বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না"। — সূরা জিন-২৬।

শী'আদের আকীদাঃ-

শী'আরা মনে করে যে, হযরত আলী (রাঃ)র নিকট এমন গোপণীয় বিষয় আছে যা আর কোরো কাছে নেই। দলীল হিসেবে তারা কোরআনের এ আয়াতটি পেশ করে- " আমি সুস্পষ্ট ইমামের মাঝে সবকিছুই সংরক্ষণ করে রেখেছি"। (সূরা ইয়াসীন-১২)

তাদের মতেঃ এখানে "সুস্পষ্ট ইমাম" বলতে হযরত আলী (রাঃ)-কে বোঝানো হয়েছে। অথচ আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করে দিন, যদি তা না করেন, তবে তো আপনি রিসালাতকে পৌছালেন না"।

—সূরা মায়েদাহ-৬৭।

বিদায় হজ্জের ভাষণে নবী কারীম বলেন আমি কি পৌছিয়েছি? সাহাবাগণ বললেন, হ্যাঁ। নবী কারীম বললেনঃ আল্লাহ! তুমি সাক্ষ্যি থেকো। উপস্থিত যারা আছো অনুপস্থিতদের নিকট তা পৌছে দেবে"। —বোখারী-মুসলিম।

http://islaminonesite.wordpress.com

১১। জিবরাঈল (আঃ) ফিরিশতা প্রসঙ্গেঃ-

"এবং তাঁকে (ঈসা (আঃ)কে আমি রুহুল কুদুস (জিবরাঈল) দ্বারা সাহায্য করেছি"। — সূরা বাক্বারা-৮৭।

"বলুন, একে পবিত্র ফেরেশতা(জিবরাঈল) পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিশ্চিত সত্যসহ নাযিল করেছেন"। — সূরা নাহল-১০২।

"বিশ্বস্ত ফেরেশতা (জিবরাঈল) একে নিয়ে অবতরণ করেছেন"।

—সূরা শোআরা-১৯৩।

শী'আদের আকীদাঃ-

শী'আদের বিশ্বাস মতে আল্লাহর পক্ষ হতে রিসালাতের দায়িত্ব পালনে জিবরাঈল (আঃ) ছিলেন খিয়ানতকারী। তিনি আলী (রাঃ)র প্রতি নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও ওহী নিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট গমণ করেন। এজন্যই শী'আরা জিবরাঈল (আঃ)এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে। —শীআ মতবাদের স্বরুপ-আব্দুল মতিন সালাফী।

"যারা আল্লাহ, তার ফিরিশতা ও তার রাসূলগণ এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের শত্রু হয়। আল্লাহ স্বয়ং সেই কাফিরদেরও শত্রু"।—সূরা বাকারা- ৯৮।

১২। শরীয়তের পথ রুদ্ধ করণঃ-

"হাঁ, যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করেছে এবং সে পাপ তাকে পরিবেষ্টিত করে নিয়েছে তারাই দোযখের অধিবাসী। তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে। পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করছে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী। তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে"। — সূরা বাক্বারা-৮২-৮৩।

"যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার নষ্ট করি না"। (সূরা কাহফ-৩০)

শী'আদের আকীদাঃ-

ইমাম জাফর ইবনে বাকেরের কাছে মদ্যপায়ীর উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন, আলী (রাঃ)র আশেক কোন ব্যক্তিকে ক্ষমা করা আল্লাহর জন্য কোন ব্যাপার নয়। —রিজালুলকাশী -১৪৩।

http://islaminonesite.wordpress.com

"আলী (রাঃ)র সম্প্রদায়কে কেয়ামতের দিন ছোট বড় গোনাহের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করা হবে না বরং তাদের পাপগুলো পূণ্য দ্বারা বদলে দেয়া হবে। (তুহফা ইছনা আশারিআ) এর চেয়ে জঘন্য ভাষায় শীয়ারা বলে, "যার অন্তরে আলী (রাঃ)র ভালবাসা আছে সে জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে। যদিও সে ইহুদী খৃষ্টান বা মুশরিকই হোক না কেন"।(তুহফা ইছনা আশারিআ) ইসলাম ও নবীর আনুগত্যের যাদের কোন প্রয়োজন নেই তাদের জন্য আলী (রাঃ)র প্রতি ভালবাসাই জান্নাতের পাথেয়।

১৩। সাহাবাদের প্রতি বিদ্বেষঃ-

"আর আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও (সাহাবাগণ) আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট"। – সূরা বাইয়েনাহ -৮।

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগন কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবেন। তাদের মুখমন্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন। তাওরাতে তাদের অবস্থা এরূপ এবং ইঞ্জিলে তাদের অবস্থা.....তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন"। – সূরা ফাতহ-২৯।

শী'আদের আকীদাঃ-

আবু আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যে কোন নবী প্রেরিত হয়েছেন তার উম্মাতেই দুইজন শয়তান তাকে কষ্ট দিতো এবং তারপর লোকদেরকে বিভ্রান্ত করত। নূহ (আঃ)র সাথী দুইজন ছিলো..... আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামএর সাথী দুইজন ছিলো জিবরাত ও যুরাইক।

– আলকামী তাফসীর ১/১২৫ পৃঃ।

শী'আদের মালা মাকবুল নামক ভারতীয় বিদ্বান জিবরাত ও যুরাইক শব্দদ্বয়ের অর্থ করেছেন আবু বাকার ও উমার রাযিআল্লাহু আনহুমা।

–মাকবুলে কুরআন (উর্দু) ২৮১পৃঃ ভারতে মুদ্রিত।

হযরত ওসমান (রাঃ) সম্পর্কে শীআদের মতঃ ইমাম খোমেনী রচিত কাশফুল আসরার এর১০৭ পৃষ্ঠায় তিনি ওসমান (রাঃ)র খেলাফত সম্পর্কে

http://islaminonesite.wordpress.com

বলেনঃ আমরা এমন খোদার ইবাদত করি এবং তাকেই মানি, যার খোদা-অর্চনা, ন্যায়পরায়নতা ও ধর্মপরায়নতার এক আলীশান প্রাসাদ তৈরী করে অতঃপর নিজেই তা বরবাদ করতে সচেষ্ট হয় এভাবে যে, এয়াযিদ, মুয়াবিয়া ও ওসমানের মত জালেম ও দুশ্চরিত্রদেরকে শাসনক্ষমতা সোপর্দ করে। – ইরানী ইনকেলাব ও ইমাম খোমেনী পৃঃ৩০।

ওসমান জনগণকে জায়িদ ইবনে সাবিতের পাঠের উপর কোরআনে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য করে। কুরআনের অপরাপর মুসহাফগুলি জ্বালিয়ে দিয়েছেন এবং নাযিল কৃত কোরআনের নিঃসন্দেহে অংশ বিশেষ বাতিল করে দিয়েছেন। – শরহে নাহজুল বালাগাহ ১১পৃঃ ইরানে মুদ্রিত।

এরূপভাবে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, আব্দুল্লাহ ইবনে উমার, মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ, ত্বালহা, যুবাইর, মুয়াবিয়া এবং বিশেষ করে ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া প্রমুখ প্রথম শ্রেণীর সাহাবাদের অশ্লীল ভাষায় গালি দিয়ে থাকে।

১৪। মুত'আঃ- মুত'আ কি?

কোন পুরুষের কোন স্বামীহীনা গায়র মাহরাম (যার সাথে বিবাহ চলে) নারীর সাথে এই মর্মে চুক্তিতে উপনীত হওয়া যে, আমি তোমাকে এই সময়কাল পর্যন্ত এই পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ভোগ করব। এতে সময়কাল নির্দিষ্ট হওয়া এবং মুতআ (ভোগ করা) শব্দ ব্যবহার করা শর্তানারী যায়। এই প্রস্তাব কবুল করে নিলেই মুতআর চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যায়। নির্দিষ্ট সময়কালের ভিতরে উভয়েরই সহবাস ও সঙ্গম করতে পারে। এতে সাক্ষী, কাযী, উকিল, ঘোষণা বরং তৃতীয় কোন ব্যক্তির অবহিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। সম্পূর্ণ সঙ্গোপনেও এ সবকিছু হতে পারে। যে পুরুষ মুতআ করে, তার উপর মহিলার অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান তথা ভরণপোষণের কোন দায়িত্ব থাকে না। কেবল নির্দিষ্ট পরিমাণ পারিশ্রমিকই পরিশোধ করতে হয়। নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে গেলে মুতআও শেষ হয়ে যায়। এই নির্দিষ্ট সময় এক ঘন্টা থেকে নিরানব্বই বছর পর্যন্ত হতে পারে। ইমাম খোমেনী তার গ্রন্থে বলেনঃ দেহপসারিণী, বেশ্যা নারীদের সাথেও মুতআ করা যায় এবং তা কেবল ঘন্টা দুয়েকের জন্যেও হতে পারে। এই ব্যক্তি যিনি ইমাম তিনিও মাত্র সাত বছর

http://islaminonesite.wordpress.com

বয়সের মেয়ের সাথে মুতআ করেছেন। অথচ আর্ন্তজাতিক আইনে আঠার বছরের পূর্বে কোন মেয়ের সাথে যৌনমিলন ধর্ষণ বলে গণ্য হয়ে থাকে।

মুতআর ফযিলতঃ-

*যে ব্যক্তি একবার মুতআ করে সে ইমাম হাসানের মর্তবা পাবে। যে দুবার করে, সে ইমাম হুসায়নের মর্তবা পাবে। যে তিনবার করে, সে আমিরুল মুমিনীন আলীর মর্তবা পাবে। আর যে চার বার এই পূণ্যকাজ করে, সে আমার (রাসূলে পাক) মর্তবা পাবে।" - ইরানী ইনকেলাব ও ইমাম খোমেনীপৃঃ১৪০।

শী'আদের কাছে যে মুতআ একটি উৎকৃষ্ট স্তরের ইবাদত, একথা জানার জন্যে একা এ শী'আ রেওয়ায়েতটি যথেষ্ট। তাদের কোন গ্রন্থে আমাদের নজরে পড়েনি যে, নামায,রোযা অথবা হজ্জ পালন করলে কোন ব্যক্তি এই নিস্পাপ ইমামগণ ও স্বয়ং রাসূলে পাকের মর্তবায় অধিষ্ঠিত হতে পারে।

* হযরত সালমান ফারেসী, মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ কিন্দী ও আম্মার বিন এয়াসির (রাঃ) সহীহ হাদীছ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ বলেন: যে ব্যক্তি জীবনে একবার মুতআ করবে, সে জান্নাতী। যখন কোন মহিলার সাথে মুতআ করার ইচ্ছায় কেউ বসে, তখন এক ফেরেশ্‌তা অবতীর্ণ হয় এবং যে পর্যন্ত এই মজলিস থেকে সে বাইরে না যায়, তার হেফাযত করে। তাদের উভয়ের পরস্পরে কথাবার্তা বলা তসবীহের মর্যাদা রাখে। যখন তারা একে অপরের হাত ধরে তখন তাদের অঙ্গুলি থেকে তাদের গুনাহ টপকে পড়ে। যখন পুরুষ মহিলাকে চুম্বন করে, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক চুম্বনের বিনিময়ে তাদেরকে হজ্জ ও উমরাহর ছোয়াব দান করেন। যখন তারা সহবাসে মশগুল থাকে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক কামানন্দের বিনিময়ে তাদের অংশে পাহাড়সম ছোয়াব দান করেন। যখন সহবাসের পর গোসল করে, (এই শর্তে যে,আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং মুতআ যে রাসূলের সুন্নাত, তা বিশ্বাস করে) তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে উদ্দেশ করে বলেন, আমার এই বান্দাদেরকে দেখ, যারা এই বিশ্বাস সহকারে গোসল করছে যে, আমি তাদের প্রতিপালক। তোমরা সাক্ষী থাক-আমি তাদের গোনাহ মাফ করে দিলাম। গোসলের সময় যে পানির ফোঁটা তাদের শরীর থেকে টপকে পড়ে,

http://islaminonesite.wordpress.com

তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে দশটি ছোয়াব দান, দশটি গোনাহ মাফ এবং তাদের মর্তবা দশ সিড়ি করে উচ্চে করা হয়। রাবীগণ (সালমান ফারেসী প্রমুখ) বর্ণনা করেন, আমিরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবু তালেব মুতআর ফযিলত শুনে আরয করলেনঃ হুযুর! যে ব্যক্তি এ পূণ্য কাজের চেষ্টা করে, তার জন্য কি ছোয়াব? তিনি বললেন যখন সহবাস সমাপ্ত করে গোসল করে, আল্লাহ তায়ালা তাদের শরীর থেকে টপকে পড়া প্রতিটি ফোঁটা দিয়ে একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করেন, যে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনায় মশগুল থাকে। এ ছোয়াব মুতআকারী পুরুষ ও নারী পায়।

–ইরানী ইনকেলাব ও ইমাম খোমেনীপৃঃ১৪২।

* যে ব্যক্তি ঈমানদার মহিলার সাথে মুতআ করে, সে যেন সত্তর বার কা'বা ঘরের যেয়ারত করে। –ইরানী ইনকেলাব ও ইমাম খোমেনীপৃঃ১৪২।

* যে ব্যক্তি এই পূণ্য কাজ (মুতআ) বেশী করবে, আল্লাহ তাআলা তার মর্তবা উঁচু করেন। এ ধরণের লোক বিদ্যুতের ন্যায় পুলসিরাত অতিক্রম করে যাবে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশতাদের সত্তরটি কাতার থাকবে। দর্শকরা বলবেঃ তারা নৈকট্যশীল ফেরেশতা, না নবী ও রসূল? ফেরেশতারা জওয়াব দিবেঃ এরা পয়গম্বরের সুন্নাত পালন করেছে (মুতআ করেছে)। তারা বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে। হে আলী, মুমিন ভাইয়ের জন্যে যে চেষ্টা করবে, সেও তাদেরই মত ছোয়াব পাবে। –ইরানী ইনকেলাব ও ইমাম খোমেনীপৃঃ১৪২।

আল্লামা মজলিসী এসব রেওয়ায়েতকে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে তার পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করেছেন। যা স্পষ্ট জাল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামও তাঁর সাহাবাদের প্রতি স্পষ্ট মিথ্যা অপবাদ। এগুলো পাঠে পাঠকবর্গ বুঝে নিয়ে থাকবেন যে, শীআ মযহাবে মুতআ সালাত, সওম, হজ্জ ইত্যাদি ইবাদত থেকে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম ইবাদত। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত আলেমগণ যখন তাদের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে তখন সত্যিই খুব দুঃখ হয়, যে তারা কি জেনে শুনে এসব অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে, না তাদের অজ্ঞাতসারে। যদি শোষোক্ত হয় তবে আল্লাহর নিকট দোয়া করি যে, আল্লাহ

http://islaminonesite.wordpress.com

আমাদের হক্ব পথে পরিচালনা কর। আর যদি প্রথোমক্ত হয় তবে দোয়া করব আল্লাহ আমাদেরকে সত্য প্রতিষ্ঠা করার শক্তি দাও। নিশ্চয় তুমি সর্ব শক্তিমান।

১৫। তাকিয়্যা বা কপটতা

তাকিয়্যা অর্থঃ অন্তর্নিহিত তথ্যের বিপরীত এবং গুপ্ত রহস্যের উল্টোটা প্রকাশ করা। শী'আরা তাকিয়্যা নীতিকে এতই মজবুত করে ধরেছে যে, এটাকে তাদের ধর্মের ভিত্তি এবং মূলনীতি হিসেবে স্থির করে নিয়েছে। যেমন আল্লামা কুলাইনী আবু উমার আজমী হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম জাফর) আমাকে বলেছেন, হে আবু উমার! দ্বীনের দশ ভাগের নয় ভাগই তাকিয়্যার মধ্যে নিহিত, যার তাকিয়্যা নেই তার দ্বীন নেই। — আলকাফী ২/২১৯পৃঃ ইরানে মুদ্রিত ১/১৮৪পৃঃ ভারতে মুদ্রিত।

আরদিবলী হোসাইন ইবনে খালেদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ইমাম রেযা (আঃ) বলেছেন, যার সংযম নেই তার দ্বীন নেই, যার তাকিয়্যা নেই তার ঈমান নেই। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদাবান সেই ব্যক্তি যে সর্বাধিক তাকিয়্যা অবলম্বন কারী। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, হে রাসূল তনয়! তাকিয়্যা কত কাল পর্যন্ত? তিনি বললেন, সেই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যতদিন আমাদের কায়েম(ইমাম মাহদী) আত্মপ্রকাশ না করে। সুতরাং কায়েমের আত্মপ্রকাশের পূর্বে যে তাকিয়্যা পরিত্যাগ করে সে আমাদের দলভূক্ত নয়। — কাশফুল গুম্মা -৩৪১পৃঃ।

তাদের তাকিয়্যা নীতির বহিঃপ্রকাশ ঃ-

১। আলকাশী তার সনদে আবু যারারাহর জীবনালেখ্য প্রথমে উল্লেখ করেছেন যে, আবু আব্দুল্লাহ(ইমাম জাফর) বলেছেন, হে যারারাহ! তোমার নাম জান্নাতবাসীদের নামগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। —রিজালুল কাশী ১২২পৃঃ ইরাকে মুদ্রিত।

এই যারারাহকে আবার আবু আব্দুল্লাহ স্বয়ং নিন্দা করেছেন। আবু হামযা, আবু আব্দুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আল্লাহ আমাদেরকে এবং তোমাকে সেই যুলুম হতে রক্ষা করুন। আমি বললাম কি সেই যুলুম? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! সেটা হচ্ছে যা যারারাহ এবং আবু হানীফা উদ্ভাবন করেছে। —রিজালুল কাশী১৩১-১৩২পৃঃ ইরাকে মুদ্রিত।

http://islaminonesite.wordpress.com

লাইছী আল-মুরাদী হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম জাফর)-কে বলতে শুনেছি, আবু যারারাহ অতি অসহায় অবস্থায় মরবে। – রিজালুল কাশী ১৩৪পৃঃ ইরাকে মুদ্রিত।

একই ব্যক্তি আবু যারারাহ সম্পর্কে আবু আব্দুল্লাহ ইমাম জাফরের স্ববিরোধী বক্তব্য।

২। শী'আ ও মুসলিম সমাজের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিরোধ কোরআন বিকৃতি প্রসঙ্গে, এ প্রসঙ্গে শী'আ ইমামগণ (৭ম ও ১২তম ইমাম উভয়ের মতে) কোরআন হযরত আবু বকর, উমারও ওসমান (রাঃ) কর্তৃক বিকৃত হয়েছে বলে দাবী করেন এবং আসল কোরআন তাদের ইমামদের নিকট রয়েছে বলে বিশ্বাস করেন, যা তাদের শেষ ইমাম মাহদীর কাছে সংরক্ষিত আছে এবং তিনি উহা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবেন। অথচ তাদেরই কতিপয় ইমাম পরবর্তীকালে কোরআন বিকৃতির কথা অস্বীকার করেছেন। যেমন : মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে বাবাওয়াইহ আলকামী যিনি শী'আদের নিকট "সাদুক-সত্যবাদী" উপাধীতে ভূষিত (মৃত : ৩৮১ হিঃ)। তিনি "মালা ইয়াহযুরুল ফাকীহ" গ্রন্থে, এবং "আলামুল হুদা" উপাধীতে ভূষিত সাইয়েদ মুরতাযা (মৃতঃ৪৩৬ হিঃ) আবু আবু জাফর তুসী (মৃতঃ৪৬০ হিঃ) তিনি তার গ্রন্থ "আত-তিবয়ান"এ কোরআন বিকৃত হওয়ার কথা অস্বীকার করেন। এ অস্বীকারের কারণ চতুর্থ শতাব্দীর পারিপার্শ্বিক অবস্থা। উক্ত সময়ে সমালোচনার হাত হতে রেহাই পাওয়াই ছিলো তাদের মূল লক্ষ্য। তাদের উক্ত গ্রন্থগুলোতেই তারা পরবর্তীকালে আবার কোরআন বিকৃতির উদাহরণ দিয়েছেন। এ সবই ছিলো তাদের তাকিয়্যা নীতির প্রতিফলন।

তাকিয়্যা নীতি অবলম্বনের কারণঃ

এ নীতি অবলম্বনের কারণ হচ্ছে শী'আ ইমাম ও বিদ্বানদের স্ববিরোধী বক্তব্য ও মতামত। একই বিষয়ে কখনো তারা হালাল আবার কখনো হারাম ঘোষণা করেছে, ফলে ঐ সকল বিরোধপূর্ণ বক্তব্যকে তারা দলীলে রূপ দেয়ার জন্য তারা তাকিয়্যা নীতিকে ওয়াজিব বলে ঘোষণা দেয় যেমন - শী'আরা হযরত আবু বকর, উমার ওসমানসহ বহু সাহাবীদের গালিগালাজ করে,

http://islaminonesite.wordpress.com

কাফের বলে ফতোয়া দেয়। অথচ তাদের প্রথম ইমাম হযরত আলী (রাঃ) সাহাবাদের প্রশংসা করে বলেছেনঃ "আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর সাহাবাদের দেখেছি, তোমাদের মাঝে কাউকেও তাদের সমতুল্য দেখতে পাচ্ছি না"। — নাহজুল বালাগাহ্- ১৪৩পৃঃ তেহরানে মুদ্রিত।

আলী ও ফাতিমা (রাঃ)এর কন্যা উম্মে কুলসুমকে ওমর (রাঃ)এর নিকট বিবাহ দান, খলিফাত্রয়ের কাছে আলী পরিবারের বাইয়াত গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়গুলো শী'আ মতবাদের অসারতা প্রমাণ করে বিধায় উক্ত বিষয়গুলোকে শী'আরা তাকিয়্যা নীতির আড়ালে তাদের মনগড়া ধর্মকে ইসলামের নামে চালাতে চায়। তাকিয়্যা বা কপটতা সম্পর্কে কোরআন স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেঃ- "তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভূক্ত হও"। — সূরা তাওবা১১৯।

"হে মুমিন সমাজ!তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, এবং সঠিক কথা বল"।

— সূরা আহযাব-৭০।

শী'আদের প্রথম ইমাম হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ "কোন মানুষ ঈমানের স্বাদ লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঠাট্টাচ্ছলেও স্বেচ্ছায় মিথ্যা কথা ত্যাগ না করবে"। আলকাফী।

তাকিয়্যা যদি ওয়াজিব হতো তবে কেন তাদের প্রথম ইমাম হযরত আলী আবু বকরের হাতে বায়আত নিতে ছয় মাস বিলম্ব করেছিলেন? তিনি তো প্রথমেই তাকিয়্যা নীতি অবলম্বন করে বায়আত নিতে পারতেন। তখন তাকে তাকিয়্যা নীতি অবলম্বনে কে বাধা দিয়েছিলো?

* ইমাম আবু আব্দুল্লাহ ইমাম জাফর এর মন্তব্যঃ

শী'আদের মনোনীত ছষ্ঠ ইমাম আবু আব্দুল্লাহ জাফর সাদেক রাযিআল্লাহু আনহুম সম্পর্কিত যতগুলো মন্তব্য এই বইয়ে লেখা হয়েছে তা সবই তার পক্ষ হতে বিদ্বেষমুলক প্রচার করা হয়েছে। কেননা তিনি শী'আদের কল্পিত ইমামিয়া প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষনা দিয়েছেনঃ আব্দুল জাববার বিন আব্বাস হামদানী বলেনঃ আমাদের নিকট

http://islaminonesite.wordpress.com

জাফর বিন মুহাম্মাদ আসলেন যখন আমরা মদীনা হতে রওয়ানা করার ইচ্ছা করলাম। তিনি বলেনঃ "নিশ্চয় আল্লাহ্ চাহে তো তোমরা তোমাদের শহরবাসীদের মধ্যে নেককার লোক। তাই তোমরা আমার পক্ষ হতে শহরবাসীদের পৌছিয়ে দাও যে, যে ব্যক্তি এই ধারণা করে যে, আমি নিষ্পাপ ইমাম, আমার আনুগত্য তাদের উপর ফরয তাহলে আমি তাদের এই বিশ্বাস থেকে মুক্ত। এবং যে বিশ্বাস করে যে, আমি আবু বকর ও উমার থেকে মুক্ত সে যেন এই বিশ্বাস রাখে যে,আমি তার থেকে মুক্ত। (মুনাযারা-২৮পৃঃ সৌদী মুদ্রিত)

আসল কথা এই যে, তিনি তাদের উভয়কে (আবু বকর ও উমার)কে ভালবাসতেন এবং তাদের সম্মান করতেন এবং তাদের সকল প্রকার মলিনতা থেকে মুক্ত রাখতেন। যে তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতো তিনি তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন। এই কারণেই রাফেযী শী'আরা তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতো এবং তার নামে বানোয়াট কথা প্রচার করতো তাঁর প্রপিতামহদ্বয় আবু বকর ও উমার (রাঃ)এর প্রতি ভালবাসা রাখার কারণে। (প্রাগুক্ত)

http://islaminonesite.wordpress.com

হোসাইন (রযিআল্লহু আনহু) এর মর্মান্তিক হত্যাকান্ড

নিশ্চয় যে ব্যক্তি এই নির্মম ঘটনা স্বীয় বক্ষে ধারণ করে থাকবে, এবং এই ঘটনাটি হৃদয় দিয়ে পাঠ করবে, এবং অবস্থার প্রভাবে এর প্রতি সহানুভূতিশীল হবে, তিনি অবশ্যই এই ধারণার উপর বেঁচে থাকবেন যে, হুসাইন রাযিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নাতি ছিলেন এবং তার মা ছিলেন ফাতেমা বিনতে সাইয়্যেদুল খালক।

আর হুসাইন ছিলেন রাসূল বংশের সর্বশ্রেষ্ঠদের অন্যতম। যাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন," হে নবী! আপনি বলে দিন আমি এ ব্যাপারে কোন পারিশ্রমিক চাই না, শুধু আত্মীয়তার সম্পর্ক। - সূরা শুআরা- ২৩।

যখন এই বিষয়টি এই মনোভাব নিয়ে পাঠ করবে তখন নিশ্চয় পাঠক তার অন্তরে সহানুভূতির ছোয়া পাবে এবং রাসূল পরিবারের প্রতি গভীর ভালবাসা অনুভব করবে। তখন তিনি তাদের বিবাদ শুনবেন না, তার প্রতিরোধ গ্রহণ করবেন না, এবং এ বিষয়ে কোন প্রকার আলোচনা বা ওজর সহ্য করবেন না যদিও এই বিষয়ে যে কোন প্রকারের আলোচনা বা ওজর পেশ করা হোক না কেন?

এবং আমাদের সহানুভূতি তাদের সাথে অবশ্যই রয়েছে , তারা যাদের অভিশম্পাত করে আমরাও তাদের অভিশম্পাত করি এবং তারা যাদের গালি দেয় আমরাও তাদের গালি দেই। কিন্তু ইতিহাস কোন প্রকার সহানুভতি থেকে শিক্ষা নেয় না। এবং কোন প্রকার গভীর অনুভূতির ছায়াতে বাস্তবের প্রকাশ ঘটায় না এবং কোন প্রকারের অতি আবেগ থেকেও নয়। বরং ইতিহাস শিক্ষা নেয় জ্ঞান ও যুক্তির মানদন্ডের মাধ্যমে। আর এ কারণেই তার এর মূলের প্রতি প্রত্যাবর্তন ব্যতীত সম্ভব নয়। সম্ভব নয় সকল পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ ব্যতীত। যার ফলে যখন কোন ফলাফল প্রকাশ হবে তখন তা হবে ন্যায় অথবা ন্যায়ের কাছাকাছি অবস্থানে।

http://islaminonesite.wordpress.com

এ কারণে অবশ্য করণীয় যে, আমরা ভুলে যাব যে, হুসাইন রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নাতি এবং বর্তমান মুসলমানদের নিকট তার যে পরিচয় রয়েছে ....তারপর আমরা ইতিহাসের আলোকে তার আলোচনা করবো, অন্যান্য ঘটনাবলীর মধ্যকার একটি ঘটনা হিসেবে যার সমস্যা মানুষের চিরাচরিত নিয়মে সমাধান করা হয়ে থাকে। আর আমরা উপস্থিত করার চেষ্টা করবো ঘটনাবলীসমূহ যার কারণে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। আর প্রবাহিত হয়েছিলো রক্ত।

হুসাইনের অবস্থানের দুর্বোদ্ধতাঃ

কারবালার মর্মান্তিক ঘটনাতে প্রবেশের পূর্বে এমন কিছু ঘটনাবলী আমরা উল্লেখ করবো এমন সম্মানীত সাহাবীদের ঘটনা যা সাদৃশ্য রাখে হুসাইনের ঘটনার সাথে, যাদের আলোচনা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। আমরা বলবঃ যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)এর জীবনের পৃষ্ঠাগুলি নাড়া চাড়া করেন তিনি ঐ সমস্ত সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের উদাহরণ দেখতে পাবেন। যারা তাদের নিজেদের জীবনের জন্য নিজস্ব পথ তৈরী করেছেন এবং অন্যদের থেকে ব্যতিক্রম প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছেন। যা মানুষের সহজাত জীবন ব্যবস্থা হতে এবং নিয়মনীতি হতে বহু দুরে। যাদের বাসগৃহসমূহ পৃথিবী হতে দুরে এবং তদের সম্পর্ক আখেরাতের সাথে এবং তাদের ভালবাসা আল্লাহর সান্নিধ্যে। আর তারা সৎকাজের আদেশ দেয় অথবা অসৎকাজের নিষেধ করে অথবা মুসলিমদের ফেতনায় পতিত হওয়া থেকে নিজেকে পরহেজ করে।

হুসাইন ও ওসমান এর মাঝে সাদৃশ্যতাঃ

সেই সমস্ত সর্বশ্রেষ্ঠদের অন্যতম আমিরুল মুমিনীন ওসমান বিন আফফান (রাঃ) যিনি তার আদেশে মানুষকে হতবুদ্ধি করে দিয়েছিলেন, এবং যেদিন তিনি তার গৃহে অবরুদ্ধ হন সেদিনে তার অবস্থান তাদেরকে কিংকর্তব্যবিমুঢ় করে দিয়েছিলো। আর নিজ অবস্থানের উপর জোর দিয়েছিলেন এই জন্য যে, তিনি জানতেন তিনি নিহত হবেন। তবে কেন তাঁর এই হস্তক্ষেপ?

ত্বাবারী বর্ণনা করেনঃ বিদ্রোহীরা যখন তার বাসগৃহ ঘেরাও করে

http://islaminonesite.wordpress.com

ফেললো, তখন তারা তাকে বলল আমরা আপনাকে হত্যা অথবা ক্ষমতাচ্যুত না করা পর্যন্ত এ স্থান ত্যাগ করছি না। অথবা আমাদের আত্মাসমূহ আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য তৈরী হবে। আর যদি আপনার সাথীগণ বা পরিবার আপনাকে বাধা দান করে তবে আমরা তাদেরও হত্যা করব, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আপনার নিকট হতে মুক্তি পাবো। তখন তিনি (ওসমান) বললেনঃ তাহলে শোন, আমি আল্লাহর খেলাফত হতে নিজেকে মুক্ত বলে ঘোষনা করছি। এখন আমার নিকট তার চাইতে মৃত্যুই শ্রেয়! আর তোমাদের বক্তব্যঃ তোমরা আমার সাথে যারা রয়েছে তাদের হত্যা করবে, তবে এর বদলে তাদের কাউকে তোমাদের হত্যা করার নির্দেশ দেব না। যে তোমাদের সাথে লড়াই করলো সে আমার অনুমতি ব্যতীত লড়াই করলো।

–ত্বাবারী৪র্থ খন্ড ২৭১-২৭২ পৃঃ আল-কামিল ৩য় খন্ড ৮৫-৮৬পৃঃ।

অনুরূপ ইতিহাসের অন্যান্য ঘটনাসমূহও এই বক্তব্যের সাথে ঐক্যমত পোষণ করে যে, যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, বিদ্রোহীরা তাকে হত্যা করার জন্য বদ্ধপরিকর। তিনি ঘরে অবস্থান করলেন এবং মদীনাবাসীদের ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তারা ফিরে যেতে অস্বীকার করলে তিনি তাদের শপথ করলেন, তখন তারা ফিরে গেল, শুধুমাত্র হুসাইন ইবনে আলী, ইবনে আব্বাস, মুহাম্মাদ ইবনে তালহাতা ও আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রযিআল্লহু আনহুম)। – আল-কামিল, পৃঃ ৮৬-৮৭।

ইবনে আছীর বর্ণনা করেনঃ বিদ্রোহীরা যখন নির্ধারণ করে ফেললো যে, তারা ওসমান (রাঃ)কে হত্যা করবে। তারা দরজার দিকে অগ্রসর হলো যাতে তার উপর ঝাপিয়ে পড়বে, হুসাইন ইবনে আলী, ইবনে যুবাইর, মুহাম্মাদ ইবনে ত্বালহা, মারওয়ান ইবনে হাকাম, সাঈদ ইবনে আস এবং তাদের সাথে অন্যান্য সাহাবীদের পুত্রগণ তাদেরকে বাধা দিলেন এবং তাদের তাড়িয়ে দিলেন তখন ওসমান তাদেরকে ভর্ৎসনা করলেন। তিনি বললেনঃ তোমরা আমার সাহায্যের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়াচ্ছ.... তখন তারা অস্বীকার করলো। তখন তিনি বিদ্রোহীদের জন্য দরজা খুলে দিলেন এবং নিজে তাদের দিকে বেড়িয়ে পড়লেন। যখন মিসরীয়রা তাকে দেখতে পায় তখন তারা ফিরে যায়, তখন যারা তাকে প্রতিরোধ করছিলো তাদেরকে

http://islaminonesite.wordpress.com

সংগঠিত করলেন এবং তাদেরকে শপথ করে বললেন যেন তারা বাসগৃহে প্রবেশ করে। তখন তারা বাসগৃহে প্রবেশ করে, তিনি মিসরীয়দের ব্যতীতই তাদেরকে নিয়ে বাসগৃহের দরজা বন্ধ করে দেন। —প্রাগুক্ত পৃঃ৮৮।

অদ্ভুত রহস্যময়তা যা ইতিহাস বুঝতে অক্ষম। এবং ইতিহাসবিদগণও তার মিমাংসা অনুসন্ধানে দিশেহারা। অবস্থা এমন যে, তাদের সামনে এক ব্যক্তি যার দরজার সামনে মৃত্যু দন্ডায়মান, এবং সে তার জন্য তাড়াতাড়ি করছে, সে তা থেকে পালিয়ে যাচ্ছে না। আর সেখানে সে মানুষদের তিনি একত্রিত করছেন যারা তাকে রক্ষা করবে, অথচ তিনি তাদেরকে প্রতিরোধ হতে বিরত করে তাদের বাসগৃহে ফিরিয়ে দিলেন।

তাহলে সেই আন্তরিক কার্যক্রম কি ছিল যা ওসমান ইবনে আফফানের অনুভূতি চাচ্ছিল, যখন তিনি মৃত্যুর দুয়ারে দন্ডায়মাণ? নিঃসন্দেহে তিনি অদৃশ্যের আড়ালে কিছু অবলোকন করতেছিলেন, তিনি তার স্থান আখেরাতে দেখতে পেয়েছিলেন, যার কারণে তার বাসনা এই নশ্বর প্রথিবী হতে নিস্তার পাওয়ার জন্য অতি ব্যাকুল হয়ে উঠে। কেননা তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)এর প্রতিশ্রুতির উপরই ছিলেন আর তিনি চাচ্ছিলেন না যে, তিনি এই প্রতিশ্রুতি থেকে পিছু হটে যান।

উপরোল্লিখিত বর্ণনাসমূহের স্পষ্ট ব্যাখ্যাঃ

১। ইবনুল আছীর বর্ণনা করেনঃ বিদ্রোহীরা ওসমান (রাঃ)-এর উপস্থিতিতে তাঁর ঘরের দরজা জ্বালিয়ে দেয়। অতঃপর তারা বাড়িতে প্রবেশ করে তিনি তখন সালাত আদায় করতে ছিলেন। সালাতে সূরা ত্ব-হা পাঠ করতেছিলেন। হত্যাকারীদের তার উপর ঝাপিয়ে পড়ছে এ বিষয়টি তাকে বিচলিত করেনি, এবং তিনি পাঠে ভূল করছিলেন না অথবা কাপতেছিলেন না। এভাবে তিনি সালাত আদায় করলেন। অতঃপর কোরআন পাঠে মগ্ন হলেন তখনও তার মাথার উপর খোলা তরবারী ঝূলছিলো। তারপর তিনি তাঁর বাড়িতে যারা ছিলেন তাদের দিকে তাকালেন, তাদের বললেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমার সাথে একটি অঙ্গীকার করেছেন, আমি তার প্রতি ধৈর্য ধারণ করে আছি..তারা বাড়ির দরজাকে অগ্নি

http://islaminonesite.wordpress.com

সংযোগ করেনি বরং তারা তার চেয়ে বড় কিছু তালাশ করছে"। তিনি কাউকেও তাকে হত্যা করতে বাধা দেননি। আল-কামিল ৩য় খন্ড ৮৮পৃঃ।

২। ত্বাবারী বর্ণনা করেনঃ ওসমান (রাঃ) বিদ্রোহীদের দ্বারা আবদ্ধ হলেন তারা তার বাড়ির দরজা জ্বালিয়ে দিলো এবং তাঁর উপর আক্রমণ করলো, তখন তিনি তাঁর সাথে যারা ছিলো তাদের বললেন, তোমাদের কেউ তার হাতকে নড়াবে না। যদি আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানীত হই তবে তোমাদেরকে তা ভুলের মধ্যে রাখবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আমাকে হত্যা করে। আর যদি আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নীচ হই তবে তারা আমাকে অতিক্রম করে অন্যের দিকে ধাবিত হবে।.... আমি নিশ্চয় ধৈর্যধারণকারী যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার নিকট ওয়াদা করেছেন... এবং আমার যুদ্ধক্ষেত্রে অবশ্যই আমি লড়াই করে যাব যা আল্লাহ আমার জন্য নির্ধারণ করে রেখেছে। তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক-৪র্থ খন্ড পৃঃ৮৩১/৩৯২।

৩। ত্বাবারী বর্ণনা করেনঃ ওসমান (রাঃ) বিদ্রোহীদের জন্য দরজা খুলে দিলেন যাতে তারা বাড়িতে প্রবেশ করতে পারে। তারপর তিনি তার সম্মুখে কোরআন খুলে পড়তে লাগলেন। ত্বাবারী বলেনঃ তার কারণ তিনি রাতে স্বপ্ন দেখেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলছেনঃ"আমাদের নিকট আজ রাত্রিতে ইফতার করো"। প্রাগুক্ত ৪র্থ খন্ড ৩৮৩পৃঃ।

উপরোক্ত বর্ণনাদীতে আমীরুল মোমিনীন ওসমান বিন আফফান যুন নুরাইন-এর চিত্র সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তিনি তার জীবনের শেষ মূহুর্তেও স্বাভাবিক জীবন ধারণ করেছেন যা অন্য লোকের জীবন ধারণ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেন জীবনের এক প্রান্ত হতে পরকালের দুনিয়াতে তিনি জীবন যাপন করছেন, অন্য সাধারণ মানুষ সেরকম জীবন যাপন করে না। যেন তার জন্য পরকালের জীবন শুরু হয়ে গেছে। তিনি নবী (সঃ)কে স্বপ্নে দেখলেন, তিনি তাকে আহবান করছেন। এমতাবস্থায় তার জন্য এটাই উচিৎ যে, তিনি তার আশ-পাশের সমস্ত ঘটনা হতে নিজেকে মুক্ত করে সাইয়্যেদুল খালক মোহাম্মাদ (সঃ)কে নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন। যার কারণে তিনি নিজেকে বিদ্রোহীদের নিকট সমর্পণ করে দিলেন। তারা তাই সম্পাদন করলো যা আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। এমনকি তার দ্বারা তার এবং তার হাবিব

http://islaminonesite.wordpress.com

রাসূলুল্লাহ (সঃ)এর মাঝের ব্যবধান শেষ হয়ে গেল।

আর ঘটনা বাস্তবে এরকমই। আর এই ঘটনা তারপর তার স্বপ্নকে স্পষ্ট করে তোলে। যার ফলে তার মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ (সঃ)এর সাহাবীগণ যা আলোচনা করতো। রিয়াযুন নাযিরাহ গ্রন্থের লেখক আব্দুর রাহমান ইবনে মাঈদীর সূত্রে তার গ্রন্থে উল্লেখ করেন, তিনি বলেনঃ ওসমান (রাঃ)এর মাঝে দুটি বস্তু ছিলো যা আবু বাকর এবং উমার (রাঃ)এর মাঝে ছিলো না। তার নিজের উপর ধৈর্য যা তাকে অসহায় অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য করে এবং এক কোরআনের উপর সকলকে একত্রিত করণ।

এখানে ওসমানের আলোচনা করার তাৎপর্যঃ

ওসমান (রাঃ)এর জীবনের শেষদিনগুলি আমরা আলোচনা করলাম। যাতে আমরা হোসাইনের হত্যার প্রারাম্ভতে প্রবেশ করতে পারি। কারবাল সম্মানীত শহীদ আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন। কেননা হুসাইনের ঘটনা ওসমানের ঘটনার মাঝে বিরাট সাদৃশ্য রয়েছে। উপদেষ্টাদের উপদেশের পরেও তাদের উপদেশ আমলে না নেওয়ার দিক দিয়ে যা মৃত্যুর ঘটনাকে সাহায্য করেছিলো। এমনকি আলামাত প্রকাশ হওয়ার পরেও যা একটি বেদনাদায়ক নির্মম পরিণতির দিকেই ঈঙ্গিত করছিলো।

আর আপনি হুসাইনের ঘটনা লক্ষ্য করুন, তবে আপনি তারই সাদৃশ্য দেখতে পাবেন যা ওসমান (রাঃ)এর সাথে ঘটেছিলো। এখানে আপনি তাদের দু'জনের মাঝে একটি নিকটবর্তী বা দুরবর্তী সাদৃশ্য দেখতে পাবেন। তাদের দু'জনের কর্মকান্ডের ব্যাপারে যা ইতিহাস রক্তাক্ষরে লিপিবদ্ধ করেছে, যা এমন একটি অগ্নিগোলকের দিকে ধাবিত করে যা বিদ্রোহের দ্বারা প্রজ্জলিত হয়েছে।

হুসাইন(রাঃ) এবং তার মতের উপর অটল থাকা আর উপদেষ্টাদের উপদেশঃ

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, কুফার অধিবাসীদের চিঠিসমূহ যা তারা ইমাম হুসাইন (রাঃ)কে প্রেরণ করা হয়েছিলো মুয়াবিয়া (রাঃ)এর মৃত্যুর

http://islaminonesite.wordpress.com

পরে তাতে তাদের একনিষ্ঠতা প্রকাশিত হয়েছিলো এবং তারা তাদের নিকট তাঁর উপস্থিতি কামণা করছিলো যাতে তারা তার হাতে খেলাফাতের বায়আত করতে পারে। তারা ঐ সমস্ত চিঠিতে প্রতারণামূলক বক্তব্য এবং বিভ্রান্তিতে পূর্ণ কথাবার্তা লিখেছিলো। যা হযরত হুসাইনের হৃদয়কে স্পর্শ করেছিলো। তখন তিনি তার চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আকীলকে প্রেরণ করলেন যাতে তিনি সেখানকার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন।

হুসাইনের দূত মুসলিম ইবনে আকীল কুফাবাসীদের মধ্যে হতে বার হাজার লোককে হুসাইনের খেলাফাতের উপর বায়আত গ্রহণ করতে সামর্থ হলেন। তাতে মুসলিমের ধারণা হলো যখন হুসাইন উপস্থিত থাকবে তখন কঠিন মুহূর্তেও এই বিপুল জনগোষ্ঠি বর্তমান শাসকদের বিরুদ্ধে এদের উপর আস্থা রাখা যাবে। তখন তিনি হুসাইনের নিকট তা লিখে পাঠালেন। কিন্তু হঠাৎ তিনি আব্দুল্লাহ বিন যিয়াদ দ্বারা অবরুদ্ধ হলেন, এবং তিনি তার পিছু ধাওয়া করতে লাগলেন। ফলে মুসলিম তার সাথে যারা এই বিরাট সমর্থক দল ছিলো তাদের খোঁজ করলেন কিন্তু তাদের কাউকেও তিনি এই সংকটময় পরিস্থিতিতে পেলেন না। বরং তারা তাকে শাসক ইয়াযিদের হাতে তাকে হত্যা করার জন্য সপে দিলো, এবং তার মৃতদেহ তাদের সম্মুখে পড়ে রইলো যারা তার হাতে বায়আত করেছিলো। জাবারী ৪র্থ খন্ড ২৬০পৃঃ

অন্যদিকে মুসলিমের চিঠিসমূহ যে, বার হাজার লোক আপনার জন্য প্রয়োজনে মৃত্যুর বায়আত গ্রহণ করেছে তা হুসাইনের নিকট পৌঁছে যায়। তখন তিনি লোকদের সাথে কুফায় যাওয়ার পরামর্শ করতে থাকেন।

ইরাকের উদ্দেশ্যে গমণ না করার জন্য উপদেষ্টাদের ঐক্যমতঃ

ইমাম হুসাইন তার প্রিয়জনদের এবং পরিবারে সদস্যদের পরামর্শ এ জন্য গ্রহণ করেন নাই যে, তার উপর ভিত্তি করে তিনি সিদ্ধান নেবেন। বরং তাদের মতামত জানতে চাওয়াটা তার উদ্দেশ্য ছিল, যাতে তিনি তাদের জানিয়ে দিতে পারেন যে, তিনি যে কোন সময় ইরাকের দিকে যাত্রা করতে পারেন।

http://islaminonesite.wordpress.com

আমরা এখানে উপদেষ্টাদের এক বিরাট অংশের দিকে আলোকপাত করবো, যারা কুফাবাসীদের উপর ভরসা করা হতে ইমাম হুসাইনকে বারণ করতে চেষ্টা করেছিলো। মুসলিম বিন আকীলের মত থাকা সত্ত্বেও এবং কুফাবাসীদের অঙ্গিকার থাকা সত্ত্বেও।

১। হুসাইনের উপদেষ্টাদের অগ্রগণ্য তার ভাই মুহাম্মাদ বিন হানাফিয়াহ যাকে হুসাইন অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং তার জন্য নিজের জীবন বাজী রাখতেন। অথচ তিনি তার কথাও আমলে আনলেন না। তিনি মক্কা হতে ইরাকের দিকে রওয়ানা হলেন আর তার ভাই মুহাম্মাদ মদীনাতে রয়ে গেলেন তার নিকট তার সংবাদসমূহ আসতে লাগলো, এ পর্যন্ত যে, যখন তার নিকট হুসাইনের মৃত্যুর সংবাদ পৌছে তখন তিনি একটি ঢালের পানি দিয়ে ওজু করছিলেন। যে ব্যক্তি তাকে এই সংবাদ দিয়েছিলো সে সময় মুহম্মাদ ইবনে হানাফিয়ার নিকট উপস্থিত ছিলো, সে বললঃ তিনি এমনভাবে কেঁদে উঠলেন যে, আমি তা শুনতে পেলাম, এবং তার অশ্রু সেই ঢালে অঝোর ধারায় পড়ছিলো। তাবারী ৪র্থ খন্ড ৩৯৪পৃঃ।

২। আব্দুর রহমান বিন হারেছ বিন হিশাম আল-মাখযুমীঃ তিনি হুসাইনের ঘটনা বর্ণনা করতে যেয়ে বলেন, যখন হুসাইনের নিকট কুফাবাসীদের চিঠিসমূহ পৌছে, এবং তিনি ইরাকে যাত্রারা আয়োজন করতে থাকেন। আমি তার নিকট আসলাম। তিনি মক্কাতে থাকাকালীন তার নিকট আমি প্রবেশ করলাম। আমি তার নিকট আল্লাহর প্রশংসা করলাম এবং তার গুণগাণ করলাম, তারপর বললামঃ হে আমার চাচাতো ভাই! আমি তোমার নিকট এক বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি যা তোমাকে উপদেশ স্বরুপ আলোচনা করব। যদি তুমি মনে কর যে, তুমি আমার উপদেশ প্রয়োজন মনে কর তবে আমি বলব নতুবা আমি তোমাকে যা বলার ইচ্ছা করছি তা থেকে বিরত থাকবো। তখন তিনি বললেনঃ বল, আমি তাকে বললাম আমার নিকট সংবাদ পৌছেছে যে তুমি ইরাকের দিকে যাত্রার ইচ্ছা করেছো আমি তোমার যাত্রার ব্যাপারে বাধা দিবো না তবে তোমাকে যারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তারা তোমাকে যদি হত্যা করে তবে আমি তোমাকে কোন নিরাপত্তা দিতে পারবো না। তখন হুসাইন বললেনঃ আমার চাচাতো ভাই! আল্লাহ তোমার মঙ্গল

http://islaminonesite.wordpress.com

করুন। আল্লাহর শপথ! আমি জানি তুমি উত্তম উপদেশ দিয়েছো এবং বুদ্ধিমানের কথা বলেছ.....। কিন্তু তিনি যা শুনলেন তার মত আমল করেন নি।
-ত্বাবারী ৪র্থ খন্ড- ৩৮২পৃঃ।

৩। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস তিনি তাকে উপদেশ দিলেন এবং দীর্ঘ উপদেশ দিলেন তিনি বিভিন্ন প্রকারে তাকে ইরাক যাত্রা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করেন। এক পর্যায়ে বলেনঃ তুমি আমাকে সংবাদ দাও- আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন- তুমি যে জাতির নিকট যাচ্ছ তারা কি তাদের ইমামকে হত্যা করেছে, তাদের দেশ নিজেদের দখলে নিয়ে নিয়েছে এবং তাদের শত্রুদের সেখান হতে তাড়িয়ে দিয়েছে? যদি তারা এরূপ করে থাকে তবে তুমি যাও। আর যদি তারা এমন অবস্থায় তোমাকে আহবাণ করে যখন তাদের শাসক তাদের উপর কতৃর্ত্বশীল আর তার কর্মচারীরা তাদের দেশকে পরিচালনা করছে, তবে জেনে রাখ তারা তোমাকে যুদ্ধ-বিগ্রহ করার জন্য আহবাণ করছে। তারা যদি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে তোমার কোন প্রকারের নিরাপত্তা থাকবে না।

অন্য বার ইবনে আব্বাস তাকে বললেন, আমি ধৈর্য ধারণ করতে পারব, তবে আমি এ বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করতে পারবো না যে তুমি ইরাকে যাত্রা করবে, আমি শংকিত যে,তোমা এই যাত্রা ধ্বংস এবংকঠিন পরিক্ষার মধ্যে ফেলে দেবে। আর ইরাকবাসীরা বিশ্বাসঘাতক জাতি, তুমি তাদের ধোকায় পড়ো না.....।

তৃতীয়বার বললেন, যদি তুমি যেতে চাওই তবে তুমি তোমার পরিবার ও সন্তানদের নিয়ে যেওনা। আল্লাহর শপথ! আমি শংকিত যে তোমাকে হত্যা করা হবে। যেমন ওসমান (রাঃ)কে হত্যা করা হয়েছিলো আর তার স্ত্রীরা ও সন্তানরা তাকে দেখতেছিল। শেষে ইবনে আব্বাস বললেন, ঐ আল্লাহর শপথ যিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, যদি আমি জানতাম যে, আমি তোমার চুল ও কপাল ধরলে তুমি আমার অনুগত হবে এমনকি আমার মাঝে এবং তোমার মাঝে মানুষ জমা হয়ে যাবে, তাহলে আমি তাই করতাম। ত্বাবারী ৪র্থ খন্ড ১৭৪পৃঃ।

http://islaminonesite.wordpress.com

৪। তার বিশ্বস্ত উপদেষ্টাদের অন্যতম কবি ফারাযদাক বিন গালেব যাকে হুসাইন ইরাকের গোত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলো,তখন ফারাযদাক তাকে বলল, তুমি একজন বিশেষজ্ঞকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছোঃ মানুষের অন্তর তোমার সাথে কিন্তু তাদের তরবারীগুলি বনি উমাইয়াদের সাথে এবং ফায়সালা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হবে, আর আল্লাহ যা চান তাই হবে। তখন হুসাইন তাকে বলল, তুমি সত্যই বলেছো, ... আল্লাহর নিকটই সকল হুকুম। আর আল্লাহ যা চান তাই হবে। আমাদের প্রভূর প্রতিটি দিনেই কিছু কিছু কর্ম রয়েছে। যদি আমরা যা পছন্দ করি সেরূপ ফয়সালা অবতীর্ণ হয় তবে আল্লাহর নেয়ামতের জন্য আমরা তার প্রশংসা করবো, তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সহায়ক। আর যদি ফয়সালা প্রত্যাশার অন্তরায় হয়, তবে তা ঐ ব্যক্তির কোন ক্ষতি করতে পারবে না যার নিয়ত হলো সততা এবং যার গোপণীয়তা হচ্ছে তাকওয়াহ .... অতঃপর তারা উভয়ে পৃথক হয়ে গেলেন। (প্রাগুক্ত)

৫। আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর বিন আবু তালেব, তিনি হুসাইনের নিকট পত্র লিখেন তাতে বলেনঃ তুমি যেদিকে যাত্রা করার ইচ্ছা করছো সেদিকে যাত্রার ব্যাপারে আমি আপনার উপর সহানুভূতিশীল। তবে সেদিকটা হয়তো আপনার ধ্বংসের দিক হবে এবং আপনার পরিবারের জন্য করুণ পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে। যদি আপনি ধ্বংস হয়ে যান তবে এই ধরার আলো নিভে যাবে। কেননা আপনি সৎপথ প্রদর্শকদের ঝান্ডা স্বরূপ এবং মুমিনদের আশা-আকাঙ্খা স্বরুপ। যাত্রার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। আমি পত্রের উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। ত্বাবারী ৪র্থ খন্ড ৩৯৬পৃঃ।

৬। আব্দুল্লাহ ইবনে মুত্বী আল- আদাবী তিনি জানতে পারলেন যে, হুসাইন কুফাতে পৌঁছে গেছেন, এবং আরবের সীমান্তে আরবীয় কুয়ার পাড়ে অবস্থান নিয়েছেন। সেখানে আব্দুল্লাহ হুসাইনের সাথে সাক্ষাত করেন এবং তার আগমণের কারণ জানতে চান। তার মধ্যে যা তিনি হুসাইসকে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূলের নাতী! আল্লাহর শপথ করে আপনাকে বলছি, এবং ইসলামের সম্মানের শপথ! আপনি বিরত হন। আল্লাহর নামে আপনাকে রাসূলের সম্মানের শপথ করে বলছি। আল্লাহর শপথে আপনাকে আরবের

http://islaminonesite.wordpress.com

সম্মানে বলছি। আল্লাহর শপথ উমাইয়াদের হাতে যা রয়েছে (শাসন ক্ষমতা) তা যদি আপনি চান তবে অবশ্যই তারা আপনাকে হত্যা করবে। আর যদি তারা আপনাকে হত্যা করে তবে তারা আপনার পর আর কাউকেও তা দান করবে না। আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় ইসলামের সম্মানে এবং কুরাইশদের সম্মানে এবং আরবদের সম্মানে আপনি বিরত থাকুন। আপনি তা করবেন না.. এবং আপনি কুফাতে আসবেন না। উমাইয়া বংশের মুখোমোখী হবেন না। তিনি তা অস্বীকার করলেন এবং আগে চলতে থাকলেন। ত্বাবারী ৪র্থ খন্ড ৩৯৬পৃঃ।

এতদ্বসত্যেও আরও অনেক উপদেষ্টাগণ তাদের প্রমাণাদি দ্বারা তার দুর্বলতা এবং উমাইয়া বংশের শক্তি সম্পর্কে অবহিত করতে চেয়েছেন। তারা উল্লেখ করেছেন যে, হুসাইনের চাচাতো ভাই মুসলিম ইবনে আকীল এবং হানী ইবনে উরওয়ার অবস্থার কথা। যিনি মুসলিমকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তাদেরকে নিহত অবস্থায় দেখেছেন তাদের পা ধরে তাদের বাজারে টেনে হিচড়ে নেয়া হচ্ছিলো।

ওসমান ও হুসাইনের শেষ পরিণতির গোপন রহস্যঃ

আমাদেরকে ত্বাবারী বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর ইবনে আবু তালেব তিনি চিঠি দিয়েই ক্ষ্যান্ত হন নাই বরং হুসাইনের দিকে তার দুই ছেলেকে প্রেরণ করেন। বরং তিনি চেয়েছিলেন যে, ইরাক যাত্রা হতে হুসাইনের পথ রোধ করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি আমর বিন সাঈদের নিকট গেলেন তিনি সেইসময় ইয়াযিদ ইবনে মুয়াবিয়ার পক্ষে মক্কার গভর্ণর ছিলেন। তিনি তার পক্ষ থেকে একটি পত্র হুসাইনের উদ্দেশ্যে তলব করেন। যাতে হুসাইনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাকে যে যদি তিনি ইরাক যাত্রা হতে তিনি বিরত থাকেন এবং নিরাপত্তার জন্য তার (হুসাইনের) জন্য যা প্রয়োজন তা তাকে দেয়া হয়। তারপর তিনি চাইলেন এই পত্রখানা তার ভাই ইয়াহয়া ইবনে সাঈদের মাধ্যমে প্রেরণ করতে চাইলেন যাতে তার এই দুঃসাহসিক কাজটি হুসাইনের জীবন যাতে তার নিকট নিরাপদ হয়। এবং ইয়াজিদের পক্ষের শাসকের প্রচেষ্টাও জানা যায়। এরই ভিত্তিতে আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর ও ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ মক্কা হতে

http://islaminonesite.wordpress.com

অনুধাবনের বিরোধীতা করেছিলেন এবং জীবনের রুপরেখাকে পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন, তারা উভয়ে উত্তম জীবনের দিকে চলেছিলেন, এবং স্থায়ী নেয়ামতের দিকে। নবী (সঃ)এর সাহচর্যে।

তৃতীয়তঃ যখন হুসাইনের নিকট কুফাবাসীদের চিঠিগুলি আসে এবং তিনি তাদের দিকে বেড়িয়ে পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন,যাতে তিনি ইয়াযিদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন। হুসাইনের আশপাশের লোকেরা এই দুঃসাহাসিকতার বিপদ অনুধাবন করতে পারল, এবং তারা হুসাইনকে এমন জাতির প্রতি আস্থা না রাখার ঘোষণা করল যে জাতি তার পিতা ও তার ভাইকে অপমানিত করেছে,... তারপর তারা তার প্রতি তাকিদ করল যে, সে নিজেকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। এবং এক বিরাট দুঃসাহসিকতায় প্রবেশ করতে যাচ্ছে যা শুধুমাত্র অনিষ্টতা এবং ক্ষতিতে পরিপূর্ণ।

এই সমস্ত উপদেশাবলী মূল কথা, তাদের উপদেশ আমলে না নেওয়া এবং জেদের মূল কথা হলো যে, হুসাইনকে ইমামের বিরূদ্ধে বের না হওয়ার বিশষণে যুক্ত না করার বাসনা। অথবা সে যেন উম্মাতের একত্রিত হওয়ার পর তা বিভক্তির কারণ না হয়। এ বিষয়টি ছিলো তার বেঁচে থাকার এবং তার পরিবারের এবং তার বংশের বেঁচে থাকার চেয়েও উর্ধ্বে।

চতুর্থতঃ আমরা যে প্রমাণাদি পেশ করলাম তাতে চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠে যে,হুসাইন (রাঃ) তার এই দুঃসাহসিক কাজে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন একটি গোপণ প্রতিরোধের মাধ্যমে। এবং তা তার জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে দাড়ায়। এবং তার ভাগ্যে একটি দায়িত্ব হিসেবে দাড়ায় যা তার বহন করা আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে।এবং তার পদ্ধতি গ্রহণে সে বাধ্য হয়ে যায়। এর বদলে তার অথবা তার পরিবারে যে কোন দুর্যোগ নেমে আসুক না কেন। তার এ অনুভুতি যে, তার আহবানে ইরাকবাসীদের অবিশ্বাস থাকা সত্বেও। তিনি এ পথে বেড়িয়ে পড়েন। যেমন তার ব্যাপারে তার বক্তব্য যা তিনি যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে বলেছিলেন" হে আল্লাহ! আমাদের মাঝে এবং সেই জাতির মধ্যে তুমি বিচার কর যারা আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য আহবান করেছে, অতঃপর তারা আমাদেরকে হত্যা করেছে"। ত্বাবারী ৪র্থ খন্ড ৩৮৯ পৃঃ।

http://islaminonesite.wordpress.com

সমস্ত প্রকারের প্রমাণাদি এবং দলীলাদি থাকা সত্ত্বেও যা তার উপদেশদাতারা তার জন্য উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু তিনি প্রতিটি উপদেশ উপেক্ষা করেন। এবং তিনি সেই পথে বেড়িয়ে পড়েন যা তার ভাগ্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছে। এবং তাতে তিনি তার আত্মার মুক্তি এবং জীবনের মুক্তির স্বাদ পেয়েছিলেন। যে স্বাদ তার জীবনকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলো। যখন তার প্রতি আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর ইবনে আবু তালেব এবং ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ অত্যাধিক পীড়াপীড়ি করতেছিলেন যখন তারা তার জন্য অপেক্ষমান খারাপ পরিণতির ছবি দেখতে পেয়েছিলেন। যখন তার অত্যাধিক পীড়াপীড়ি চলতেই থাকে তখন তিনি উত্তরে বলেনঃ আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি যাতে রাসূলুল্লাহ(সঃ) ছিলেন, আমাকে তাতে একটি কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যা আমি পূর্ণ করতে চলেছি"। তারা উভয়ে তাকে বলল, সে স্বপ্নটি কি? তিনি বলেনঃ আমি তা কাউকে বলব না। আর আমি আমার প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ হলেও তা আমি কাউকে বলতে রাজি নই। জাবারী ৪র্থ খন্ড ৩৮৮ পৃঃ।

হায় আক্ষেপ! তার নানার পক্ষ থেকে কি এমন নির্দেশ ছিলো যা হুসাইনকে বলা হয়েছিলো, যার কারণে তিনি তার জীবনের শেষাংশে যেতেও বদ্ধ পরিকর ছিলেন। আর তার আশ-পাশের উপদেশদাতা গণ তার এ কর্মে অতি অবাক হয়ে গেলেন।

পঞ্চমতঃ ইতিহাসের বর্ণনা মতে ইয়াযিদ হুসাইনকে হত্যা করার ইচ্ছা করেন নাই। যদিও তিনি এর প্রতি নিরুপায় হয়ে গিয়েছিলেন। তার রাজকীয় কর্মচরীগণ তাকে এ বিষয়ে তাকিদ দেওয়ার পরেও যে, তার রাজ্য সমূহ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তার সাথে যা করা হয়েছে তা ইয়াযিদ কখনও করতেন না, কিন্তু সাহসিকতা প্রকাশে এবং শাসকের নৈকট্য লাভের বাসনাই তা সংঘটিত করেছে। যা যুদ্ধের প্রতিটি কর্মকান্ডে ঘটে থাকে যা মানষিক বুদ্ধির সীমা অতিক্রম করে এবং ধ্বংস, শক্তি ও উদাহরণের মাঝে যেমন পাগলামীর প্রকোপকে দমিয়ে রাখে।

যে কাজটি ইয়াযিদকে রাগান্বিত করেছে এবং তাকে কাদিয়েছে... এবং

http://islaminonesite.wordpress.com

যখন হুসাইনের শির নিয়ে আসা হয় তখন তিনি উবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদের বিরূদ্ধে তিনি তার ক্রোধের বর্হিপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। ইমাম ত্বাবারী মুয়াবিয়ার আযাদ কৃত দাসের ভাষায় বর্ণনা করে বলেনঃ যখন ইয়াযিদের নিকট হুসাইনের শির আনা হয় তখন তা তার সম্মুখে রাখা হয় । তিনি বলেন আমি তাকে (ইয়াযিদ) দেখলাম সে কাদছে ... আর বলছে, হায় যদি তার(উবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদ) মাঝে এবং হুসাইনের মাঝে কোন রকমের আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকতো তবে সে এরূপ কাজ কখনও করতে পারতো না। ত্বাবারী ৪র্থ খন্ড ৩৯৩পৃঃ।

সম্ভবত তার এই বক্তব্য তার পিতা মুয়াবিয়ার উপদেশের প্রতি ইঙ্গিতই ছিলো যা তাকে তার মৃত্যুর পূর্বে তাকে ওসীয়ত করে গিয়েছিলেন। তিনি তাকে বলেনঃ" এই (হুসাইন) ব্যক্তিটি অস্থির প্রকৃতির, এবং ইরাকবাসী তাকে বের না করা পর্যন্ত তাকে তারা কখনও তার পিছু ছাড়বে না। যদি সে তোমার বিরুদ্ধে বের হয় এবং তুমি তার বিরুদ্ধে জয়ী হও তবুও তাকে ক্ষমা করে দিও। কেননা তার উচ্চ রক্ত সম্পর্ক রয়েছে,এবং বিরাট প্রাপ্য রয়েছে,এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নৈকট্য রয়েছে।

আল-কামিল লিল ইবনিল আছীর ৩য় খন্ড ২৬৪পৃঃ।

এবং সম্ভবত এই উপদেশের কারণেই ইয়াযিদ আব্দুল্লাহ্ ইবনে সুমাইয়্যাকে বলতঃ "হায়, যদি আমি তার বিরুদ্ধে হতাম তবে তাকে ক্ষমা করে দিতাম"। দাওলাতু উমাইয়্যা -ডঃ মাহমুদ যিয়াদাহ ১৩৬পৃঃ।

http://islaminonesite.wordpress.com